منهج دعوة الأنبياء والرسل
নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের পদ্ধতি

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
সম্পাদনা
উমার ফারুক আব্দুল্লাহ
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

ভূমিকা

দা'ওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের ফজিলত ও গুরুত্ব অনেক; কারণ ইহা নবী-রসূলগণের কাজ। আর তাঁরাই হলেন সৃষ্টির সেরা ও আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান ব্যক্তি। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে মানুষের হেদায়েতের জন্য নির্বাচন করেন। আর আলেমগণ নবীদের জ্ঞান ও দা'ওয়াতের উত্তরসূরী। দা'ওয়াত ইলাল্লাহর কাজের দ্বারা আহ্বানকারীদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

X WVU T S RQPON M L [

[فصلت: ٣٣] Z Y

"যে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম [পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী] তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে?" [সূরা হা-মীম সেজদাহ: ৩৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

a ` _ ^] [Z Y X WU T S R Q P [

[يوسف: ١٠٨] Z c b

"বলুন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দা'ওয়াত দেই-আমি এবং আমার অনুসারীরা। আর আল্লাহ মহা পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

[সূরা ইউসুফ:১০৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[v w x y z { | ~ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن © عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ Z النحل: ١٢٥

"আপনার প্রতিপালকের পথের প্রতি দা'ওয়াত করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় অপানার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন যে, তাঁর পথ থেকে কে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে যারা হেদায়েত লাভ করেছে।" [সূরা নাহ্ল:১২৫]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[J K L M N O P Q S T U V W X Z

[\ ] _ ` a b c d e Z المائدة: ٦٧

"হে রসূল, তাবলীগ [প্রচার] করুন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়েদাহ: ৬৭]

৫. রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

« فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

"আল্লাহর শপথ! যদি তোমার দ্বারা একজন মানুষও হেদায়েত লাভ করে তাহলে উহা একটি লাল উটের চেয়েও উত্তম।" [বুখারী]
৬. তিনি [ﷺ] আরো বলেন:

« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

"আমার থেকে একটি আয়াত হলেও তা প্রচার কর।" [বুখারী]
৭. নবী [ﷺ] আরো বলেন:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ:« نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ ». قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ:« قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: « نَعَمْ ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: « هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا». قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ:« تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ:« فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ».متفق عليه.

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে মানুষ কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। আর অকল্যাণ আমাকে পেয়ে বসবে এ ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করতাম

অনিষ্ট-অকল্যাণ সম্পর্কে। আমি বললাম:হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহেলিয়াত ও অনিষ্টকর যুগে ছিলাম। আল্লাহ্ আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের কল্যাণে এনেছেন। আচ্ছা এ মঙ্গলের পর আবারও কি অমঙ্গল আসবে? তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, আমি আবার বললাম: আচ্ছা এ অনিষ্টর পর আবারও কি কল্যাণ আসবে? তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, কিন্তু তাতে ধোঁয়া থাকবে। আমি বললাম: ধোঁয়া আবার কি? তিনি [ﷺ] বললেন: ধোঁয়া হলো, এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার হেদায়েত পরিহার করে অন্যদের হেদায়েত গ্রহণ করবে। তাদের মাঝে কিছু ভাল পাবে আবার কিছু মন্দও দেখবে। আমি বললাম: আচ্ছা এ ধোঁয়া মিশ্রিত কল্যাণের পর কি আর কোন অনিষ্ট আসবে? তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর দ্বীনের পথে এক শ্রেণীর আহ্বানকারী, যারা জাহান্নামের দরজার উপর হতে জান্নাতের নামে আহ্বান করবে। তাদের ডাকে যারা সাড়া দেবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তিনি [ﷺ] বললেন: তারা আমাদের জাতির মানুষ। তারা আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম: যদি সে অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে তাহলে কি নির্দেশ করেন। তিনি [ﷺ] বললেন:সম্মিলিত মুসলমানদের জামাত ও ইমামের (রাষ্ট্রপতির) সঙ্গে থাকবে। আমি বললাম: যদি সম্মিলিত মুসলমানদের কোন জামাত ও ইমাম না থাকে তবে কি করব? তিনি [ﷺ] বললেন: ঐ সমস্ত দল ছেড়ে একাকী থাকবে; যদিও গাছের শিকড় দাঁত দ্বারা ধরে হোক না কেন। আর এভাবে মৃত্যু আসা পর্যন্ত থাকবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

দা'ওয়াত ও তাবলীগ

3 দা'ওয়াত শব্দের অর্থ:

দা'ওয়াত শব্দটি আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ একাধিক হতে পারে। যেমন: আহ্বান করা, প্রশ্ন করা, একত্রিত হওয়া ও দু'য়া করা ইত্যাদি।

ইসলামের পরিভাষায় দা'ওয়াত শব্দের অর্থ দু'টি:

(ক) প্রচার-প্রসার ও আহ্বান করা ও (খ) দ্বীন ও রেসালাত।

১. আহ্বান অর্থে:

প্রচার-প্রসার ও আহ্বান ভাল-মন্দ উভয়টির হতে পারে। পরিভাষায় দা'ওয়াতের অর্থ হলো:

সকল মানুষের নিকট ইসলামের প্রচার করা এবং তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন ও পথের দিকে আহ্বান করা। আর তাদেরকে ইসলামের পূর্ণ শিক্ষা দেয়া এবং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীনের বাস্তবায়ন করানো।

২. দ্বীন ও রেসালাত অর্থে:

আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত দ্বীন ও রেসালাত যা তিনি বিশ্ব জাহানের জন্য পছন্দ করেছেন। আর যার শিক্ষা অহিরূপে তাঁর রসূলের প্রতি নাজিল করেছেন এবং কুরআনুল করীম ও সুন্নতে রসূলের মধ্যে তার সংরক্ষণ করেছেন।

3 তাবলীগ শব্দের অর্থ:

তাবলীগ শব্দটি আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ: প্রচার ও প্রসার করা। আর পরিভাষায় তাবলীগ বলা হয়: আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত ''অহি মাতলু'' তথা কুরআন ও ''অহি গাইর

মাতলু" তথা রসুলুল্লাহ [ﷺ]-এর সহীহ হাদীসসমূহ, উপযুক্ত মাধ্যম ও উত্তম পদ্ধতিতে সকল মানুষের নিকট পৌঁছানো।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z e X W V U T S Q P O N M L K J [
المائدة: ٦٧

"হে রসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে তার প্রচার করুন। আর যদি তার প্রচার না করেন তাহলে তাঁর রেসালাতের তাবলীগ তথা প্রচারই করলে না।" [সূরা মায়েদা:৬৭]
রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

« بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً». رواه البخاري.

"তোমরা আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও তা তাবলীগ-প্রচার কর।" [বুখারী]

এখানে রসূলুল্লাহ [ﷺ] আয়াতের কথা বলেছেন। অতএব, এ হাদীস উল্লেখ করে ইচ্ছামত যা-তা প্রচার করা নি:সন্দেহে এ হাদীসের সরাসরি বিপরীত কাজ হবে।

এখানে আমাদের নিকট স্পষ্ট হলো যে, দা'ওয়াত শব্দটি ব্যাপক যা দা'ওয়াত ও তাবলীগ উভয় অর্থে আসে। কিন্তু তাবলীগ শব্দটি নির্দিষ্ট যা শুধুমাত্র প্রচারের অর্থে আসে। অতএব, দা'ওয়াত বলতে তাবলীগও বুঝায়। কিন্তু তাবলীগ বলতে দা'ওয়াত বুঝানো হয় না। সুতরাং, দা'ওয়াত বলতে অমুসলিমদের জন্য আর তাবলীগ বলতে মুসলিমদের জন্য এমনটা বলা একান্ত অজ্ঞতার পরিচয়? বরং দা'ওয়াত ও তাবলীগ মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য প্রযোজ্য।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের হুকুম

- দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে করা ফারজে 'আইন তথা সবার প্রতি ফরজ। আর মুসলিম উম্মতের উপর ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ– কিছু সংখ্যক মানুষ করলে সবাই পাপমুক্ত হবে। আর যদি কেউ না করে তাহলে সকলে সমান পাপী হবে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

r ¦ p o n m l k j i h g f [

١٠٤ :آل عمران Z u t s

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।" [সূরা আল-ইমরান: ১০৪]

আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

١١٠ :آل عمران Z G : 9 8

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" [সূরা আল-ইমরান: ১১০]

আর দেশের রাষ্ট্রপতি ও ক্ষমতাসীনদের প্রতি নির্দিষ্টভাবে দা'ওয়াতের কাজ করা ফরজে 'আইন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] \ [Z Y X W V U T [

الحج: ٤١ Z f e d c a ` _ ^

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে। আর প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।" [সূরা হাজ্ব: ৪১]
নবী [ﷺ]-এর বাণী:

«فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه».متفق عليه.

"রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

আর আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াত করা হলো সবচেয়ে বড় দায়িত্ব যা করা ফরজ।

এরপর দা'ওয়াত করা ফরজ হলো আলেমদের প্রতি। এঁদের থেকে আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞান প্রচার ও তা গোপন না করার অঙ্গিকার নিয়েছেন।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

, + *) (' & % $ # " ! [

آل عمران: ١٨٧ Z 7 6 5 4 2 1 0 / . -

"আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল।

আর তারা কেনাবেচা করল সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচাকেনা!।" সূরা আল-ইমরান:১৮৭]
নবী [ﷺ] বলেন:

«مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». صحيح الترغيب والترهيب:

"যে ব্যক্তিকে (দ্বীনের) জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে। অত:পর সে তা গোপন রাখল আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন।" [হাদীসটি হাসান-সহীহ, সহীহুত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, আলবানী– হা: নং ১২১]

নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের পদ্ধতি জানার গুরুত্ব

প্রথমত: আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের প্রকৃত দা'য়ী (আহব্বানকারী) হলেন নবী-রসূলগণ। তাঁরা মানুষকে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার দিকে আহ্বান করেছেন। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উৎখাতের দা'ওয়াত দিয়েছেন। আর যাতে মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং যাতে তাদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল রয়েছে তা থেকে বারণ করেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 [

الأعراف: ٥٩ Z I H G F E D

"নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।" [সূরা আ'রাফ:৫৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا ´ µ ¶ ، إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ﴿٦٥﴾ Z الأعراف: ٦٥

"আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই। " [সূরা আ'রাফ:৬৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ © قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ﴿٧٣﴾
Z الأعراف: ٧٣

"সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহ্‌কে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই।"
[সূরা আ'রাফ:৭৩]

৪. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ ~ } | { z y x w [
ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٧٩﴾ Z الأعراف: ٧٩

"আর সে [সালেহ ﷺ] বলল: হে আমার জাতি, আমি তোমাদের নিকট আমার রবের রেসালাত পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু তোমরা নসীহতকারীদেরকে পছন্দ করো না।" [সূরা আ'রাফ:৭৯]

৫. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

N M L K J I H G E D C B [
غَيْرُهُۥ k Z الأعراف: ٨٥

"অমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই।"
[সূরা আ'রাফ: ৮৫]

৬. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

4 3 2 1 0 / . - , + *) ([
العنكبوت: ١٦ Z 6 5

"স্মরণ কর ইবরাহীমকে, যখন সে তার সম্পদায়কে বলল: তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বোঝ।"
[সূরা আনকাবূত:১৬]

৭. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

المائدة: ٧٢ Z Z H GF E D C B A [

"অথচ মসীহ্ বলল: হে বনি ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা।"
[সূরা মায়েদা:৭২]

৮. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z b N M L K J I H G F E D [
النحل: ٣٦

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগূত (আল্লাহ ছাড়া যার এবাদত করা হয়) থেকে নিরাপদ থাক।" [সূরা নাহ্ল:৩৬]

৯. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْـــرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ - - -». رواه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"আমার পূর্বের প্রতিটি নবীর দায়িত্ব ছিল, যে কল্যাণ জানতেন তার প্রতি তাঁর উম্মতেকে উৎসাহিত করা এবং যে অনিষ্ট সম্পর্কে অবগত হতেন তা থেকে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা।" [মুসলিম]

দ্বিতীয়তঃ নবী-রসূলদের দা'ওয়াত আল্লাহ তা'য়ালার অহির ভিত্তিতে। কোন চিন্তাবিদের চিন্তা-ভাবনা বা গবেষকের গবেষণা কিংবা কোন অলি-বুজুর্গের স্বপ্ন ইত্যাদি দ্বারা নয়। তাঁদের প্রতিটি কাজ ও আহ্বান একমাত্র অহি দ্বারাই গ্রহণ করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

k j i h g f d c b a ` _ ^] \ [Z Y X [

الأحقاف: ٩ Z q p o n m l

"বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি অহি করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।" [সূরা আহকাফ:৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

الأعراف: ٢٠٣ Z (٢٠٣) } | { z y x w v [

"বলুন, আমি তো শুধুমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যে অহি আসে তারই অনুসরণ করি।" [সূরা আ'রাফ:১০৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

Z d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W V [
الحاقة: ٤٤ – ٤٦

"তিনি যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করতেন, তাহলে আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম। অত:পর কেটে দিতাম তার গ্রীবা।" [সূরা হাক্কাহ:৪৪-৪৬]

তৃতীয়ত: আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল করীমে বিভিন্ন নবী-রসূলদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর তাঁদের চরিত্র ও গুণাবলী এবং পদ্ধতির অনুসরণ ও চলার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًاۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٠﴾ Z الأنعام: ٩٠

"এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন: আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এতো সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশমাত্র।" [সূরা আন'আম: ৯০]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِۗ ﴿١١١﴾ Z يوسف: ١١١

"তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়।" [সূরা ইউসূফ:১১১]

চতুর্থত: দা'ওয়াতী কাজে সাফল্য ও অগ্রগতি আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ম ও পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন নীতি দ্বারা সম্ভব নয়। আর নবী-

রসূলদের নিয়ম ও পদ্ধতিই হলো আল্লাহর রব্বানী পদ্ধতি ও নীতিমালা। আর বাকি সবই কারো স্বপ্নে বা জঙ্গলে কিংবা পণ্ডিত সাহেবের গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে পাওয়া।

নবী রসূলদের দা'ওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

স্মরণে রাখতে হবে যে, একজন মানুষ হেদায়েত হলেও রেসালাতের মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে। কিয়ামতের দিন এমনও নবী উঠবেন যাঁর সঙ্গে একজনও উম্মত থাকবে না। আবার কারো সাথে দুইজন, কারো সাথে তিনজন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ:« عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] একদিন আমাদের নিকট এসে বললেন:"আমার প্রতি পূর্বের উম্মতদেরকে পেশ করা হয়। দেখলাম এমন নবী অতিক্রম করছেন যাঁর সাথে একজন মাত্র মানুষ, এমন নবী যাঁর সাথে দুইজন মানুষ, এমন নবী যাঁর সাথে ছোট একটি দল ও এমনও নবী অতিক্রম করছেন যাঁর সাথে একজনও নেই-----।" [বুখারী ও মুসলিম]

নূহ [ﷺ] দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর দা'ওয়াত করে মাত্র ৮৩ জন দা'ওয়াত কবুল করেছিল। যার মধ্যে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রও ছিল না।

১. আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উৎখাত করে দ্বীন কায়েম করা:

Z b N M L K J I H G F E D [

النحل: ٣٦

“আমি প্রতিটি জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি [এ কথা বলার জন্য যে] তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে এবং তাগুত তথা শিরক থেকে বিরত থাকবে।” [সূরা নাহ্‌ল: ৩৬]

২. মানুষকে আল্লাহর সিরাতে মুস্তাকীম ও সঠিক দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা:

Z ^] \ [Z Y X W V U T S R Q [
مريم: ٤٣

(ক) (ইবরাহীম বলল:)“হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে; যা আপনার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব।” [সূরা মারয়াম:৪৩]

G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 [
الشورى: ٥٢ – ٥٣ Z O N M L K J I H

(খ) “আর নিশ্চয়ই আপনি তাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করেন। আল্লাহর পথ। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই তাঁরই। জেনে রাখ, আল্লাহ তা‘য়ালার কাছেই সব বিষয় পৌঁছে।” [সূরা শূরা: ৫২-৫৩]

] وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ Z المؤمنون: ٧٣

(গ) “আর নিশ্চয়ই আপনি তাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে দা‘ওয়াত করেন।” [সূরা মুমিনূন:৭৩]

৩. শিরক, কুফুর, অজ্ঞতা ও পাপের অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদ, ঈমান, জ্ঞান ও সত্যের আলোর দিকে আনা:

^] \ [Z Y X WV U [

Z g f e d c b a ` _

المائدة: ١٦

(ক) "এ (কুরআন) দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করবেন এবং সরল পথে পরিচালনা করবেন।" [সূরা মায়েদা:১৬]

> = < ; : 9 8 7 6 5 4 2 [

إبراهيم: ١ Z C B A @ ?

(খ) "আলিফ-লাম-র; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি- যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন-পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁইর পথের দিকে।" [সূরা ইবরাহীম:১]

৪. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাঃ

এ জন্যে ঈমানদারগণ তাদের দা'ওয়াতের কাজের দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করাই তাদের লক্ষ্য থাকে; যাতে করে তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

0 / . - + *) (' & % # " ! [

الفتح: ٢٩ Z] 4 3 2 1

(ক) "মুহম্মাদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন।" [সূরা ফাত্হ: ২৯]

] لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ © فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ´ µ ¶ Z الحشر: ٨

(খ) "(এই ধন-সম্পদ) দেশত্যাগী নি:স্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।" [সূরা হাশর: ৮]

৫. মানুষকে আল্লাহর জাহান্নামের আগুন থেকে বের ও জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য:

এ জন্য নবী [ﷺ] বলেছেন:

«كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(ক) "আমার উম্মতের প্রতিটি মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু অস্বীকারকারী ব্যতিরেকে। বলা হলো: হে আল্লাহর রসূল অস্বীকারকারী কে? তিনি [ﷺ] বললেন: যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার নাফরমানি করবে সেই হলো অস্বীকারকারী।" [বুখারী]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ:« أَسْلِمْ ». فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ». رواه البخاري.

(খ) আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন ইহুদির ছেলে নবী [ﷺ]-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে নবী [ﷺ] তাকে দেখতে যান। তিনি [ﷺ] ছেলেটির মাথার পার্শ্বে বসে বলেন:"ইসলাম কবুল কর।" ছেলেটি তার নিকট উপস্থিত বাবার দিকে চাইল। অত:পর বাবা ছেলেটিকে বলল, আবুল কাসেম [ﷺ]-এর কথা শুন। এরপর বালকটি ইসলাম কবুল করল। নবী [ﷺ] বের হয়ে বলেন:"সেই মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি ওরে জাহন্নাম হতে বাঁচালেন।" বুখারী]

৬. বিভিন্ন দ্বীনের জুলুম-অত্যাচার থেকে বের করে ইসলামের ইনসাফের দিকে এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসা:

সাহাবী রেবী' ইবনে আমের [ﷺ] দ্বীনের দা'ওয়াদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বীর রুস্তুমের সামনে বলেন:

لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىَ عِبَادَةِ اللهِ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىَ سَعَتِهَا وَمِنْ جَوْرِ الأَدْيَانِ إِلَىَ عَدْلِ الإِسْلاَمِ.

মানুষকে মানুষের এবাদত করা থেকে এক আল্লাহর এবাদত ও দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তার প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মের জুলুম-অত্যাচার থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে বের করে নিয়ে আনাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। [তারীখে ত্বাবারী: ৩/৩৪]

৭. শয়তানের আনুগত্য ও তার পদাঙ্কানুসরণ ও প্রবৃত্তির গোলামী থেকে বের করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ Z البقرة: ١٦٨

"তোমরা শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ করো না; নিশ্চয় সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু।" [সূরা বাকারা:১৬৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ﴿٤١﴾ Z النازعات: ٤٠ – ٤١

"আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং নফ্সের গোলামী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" [সূরা নাজি'আত:৪০-৪১]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[: ; < = > ! J Z النساء: ١٣٥

"অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না।" [সূরা নিসা:১৩৫]

৮. অস্বীকারকারী ও কাফেরদের উপর হুজ্জত-দলিল ও প্রমাণ কায়েম করা:

[Z X W V U T S R Q P O N [

\ ] ^ Z النساء: ١٦٥

(ক) "সুসংবাদদাতা ও ভীতি–প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি মানুষের জন্য কোন ওজর করার অবকাশ না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা নিসা:১৬৫]

[o p q r s t u v w x y z { | } ~ فِيهَا فَوْجٌ

µ مِن سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا۟ © قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن

¶ ¸ فِى ضَلَـٰلٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٠﴾

فَٱعْتَرَفُوا۟ بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١١﴾ Z الملك: ٧ - ١١

(খ) "যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেননি? তারা বলবে: হাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অত:পর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। তারা আরও বলবে: যদি আমরা শুনতাম ও বুঝার চেষ্টা

করতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।" [সূরা মুলক: ৭-১১]

৯. একমাত্র নবী-রসূলদের হেদায়েত ও সত্যের অনুসরণ ও অনুকরণ করানো। আর শয়তান এবং বাপ-দাদা ও পীর-বুজুর্গদের তরীকা ত্যাগ করানো:

Z @ ? > = ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 [

الأعراف: ٣

(ক) "তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য অলিদের অনুসরণ করো না। আর তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।"
[সূরা আ'রাফ: ৩]

Q P N M L K J I H G F E D C B A [

لقمان: ٢١ Z W V U T S R

(খ) "তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তোমরা তারই অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দা'ওয়াত দেয়, তবুও কি?" [সূরা লোকমান: ২১]

1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

البقرة: ١٧٠ Z 8 7 6 5 4 3 2

(গ) "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নিকট হতে যা নাজিল হয়েছে তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও।" [সূরা বাকারা:১৭০]

M L J I H G F E D C B A @ ? > [

محمد: ٣ Z Q P O N

(ঘ) "এটা এ কারণে যে, যারা কাফের, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা মুমিন, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভবে আল্লাহ মানুষের জন্যে তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।" [সূরা মুহাম্মাদ:৩]

১০. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করাঃ

r p o n m l k j i h g f [

آل عمران: ١٠٤ Z u t s

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।"
[সূরা আল-ইমরান:১০৪]

নবী-রসূলদের দা‘ওয়াতের উসুল

সমস্ত নবী-রসূলদের দা‘ওয়াতের উসুল চারটি:

(এক) তাওহীদ।

(দুই) নবুয়াত ও রেসালাত।

(তিন) তাকওয়া।

(চার) আখেরাত।

সমস্ত নবী-রসূল নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ তা‘য়ালার তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং তাওহীদের বিপরীত শিরক থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশ করেছেন। হইাহ হলো তাওহীদের হকিকত যা আল্লাহর হক। আর সর্বপ্রকার এবাদত একমাত্র নবী-রসূলদের তরীকায় আদায় করার জন্য আদেশ দিয়েছেন যা নবুয়াত ও রেসালাতের হকিকত। এ ছাড়া আল্লাহ তা‘য়ালা ও নবী-রসূলগণের আদেশ-নিষেধ পালন করাই হলো তাকওয়া। আর উপরের তিনটি উসুলের উপর নির্ভর করবে আখেরাত। সুঠকভাবে পালন করলে আখেরাতে জান্নাত আর না করলে জাহান্নাম। সকল নবী-রসূলগণ এ চারটি উসুল দ্বারাই দা‘ওয়াত ও তাবলীগ করেছেন। পূর্ণ দ্বীন ইসলাম এই চার উসুলের মাঝেই কেন্দ্রভূত। সর্বপ্রথম রসূল নূহ [عليه السلام]কে আল্লাহ তা‘য়ালা এই চারটি উসুল দ্বারাই প্রেরণ করেন।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

_ ^] \ [Z Y X W V U T S R Q P[

o n m l k j i h g f e d c b a `

:نوح Z ﴿٤﴾ تَعۡلَمُونَ ~ } | { z y x w v u t s r q p
١ - ٤

"আমি নূহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম তার জাতির নিকট এ কথা বলেঃ তুমি তোমার জাতিকে সতর্ক কর, তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগে। সে বললঃ হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহর নির্দিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে।" [সূরা নূহ:১-৪]

আল্লাহ তা'য়ালা প্রথম দুই আয়াত ও চতুর্থ আয়াতে আখেরাত উসুল উল্লেখ করেছেন। আর তৃতীয় আয়াতে তিনটি উসুল তথা তাওহীদ, তাকওয়া ও রেসালাত উল্লেখ করেছেন।

দা'ওয়াতের ময়দানে যারা কাজ করছেন তাদেরকে এ চারটি উসুলে প্রতি গুরুত্ব দেয়া অতীব জরুরি। নিম্নে চারটি উসুলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল।

প্রথমঃ তাওহীদঃ

নবী-রসূলগণ তাঁদের জাতিকে সকল এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা এবং কোন প্রকার এবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কার জন্য না করার দা'ওয়াত করেন। যেমনঃ বিভিন্ন নবী-রসূলদের দা'ওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

٥٩ :الأعراف Z I B A @ ? > = < ; [

"হে আমার জাতি! একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর; তিনি ছাড়া আর কোন তোমাদের উপাস্য নেই।" [সূরা আ'রাফ: ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫ সূরা হূদ:৫০, ৬১, ৮৪ সূরা মুমিনূন:২৩]

দ্বিতীয়: নবুয়াত ও রেসালাত:

নবুয়াত শব্দ থেকে নবী যার অর্থ খবরদাতা এবং রেসালাত শব্দ থেকে রসূল যার অর্থ পত্রবাহক বা দূত। নবী-রসূলগণ আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে খবরদাতা ও দূত। নবী-রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা প্রচার করতেন তার আনুগত্য করার জন্য দা'ওয়াত করেন। প্রতিটি নবী-রসূল নিজ নিজ জাতিকে তাঁদের আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ এবং নাফরমানি করতে নিষেধ করেন। আর রেসালাতের মর্মার্থ হলো: এক আল্লাহর এবাদত শুধুমাত্র সে নবী বা রসূলের তরীকা ছাড়া আর অন্য কোন তরীকা দ্বারা করা যাবে না। আর করলেও তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

সলেহ [عليه السلام] সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَلَٰكِن لَّا ~ } | { z y x w v u [

تُحِبُّونَ ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٧٩﴾ Z الأعراف: ٧٩

(ক) "সালেহ তাদের থেকে প্রস্থান করলো এবং বলল: হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম (রেসালত) পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্খীদেরকে ভালবাস না।" [সূরা আ'রাফ:৭৯]

Z X W V U T S Q P O N M L K J [

المائدة: ٦٧ Z e d c b a ` _] \ [

(খ) "হে রসূল, তাবলীগ করুন, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়েদা:৬৭]

[r s t u v w x y µ Z الأعراف: ١٥٨

(গ) "বলে দিন, হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রসূল।" [সূরা আ'রাফ:**১৫৮**]

[مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ Z الأحزاب: ٤٠

(ঘ) "মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির বাবা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।"
[সূরা আহজাব:৪০]

[a b c d e f g h i j k l m Z آل عمران: ١٨٤

(ঙ) "তাছাড়া এরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার পূর্বেও এরা এমন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; যারা নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ।" [সূরা আল-ইমরান:**১৮৪**]

[© ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُّونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِي

´ µ ¶ ¸ قَالُواْ شَهِدۡنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَاۖ وَغَرَّتۡهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَشَهِدُواْ

عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَٰفِرِينَ ١٣٠ Z الأنعام: ١٣٠

(চ) “হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূল আগমন করেনি, যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে: আমরা স্বীয় পাপ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল।” [সূরা আন'আম:১৩০]

_ ^] \ [Z X W V U T S [

k j i h g f e d c b a `

الزمر: ٧١ Z w v u t s r q p o m l

(ছ) “কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূল অসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির বিধানই বাস্তবায়িত হয়েছে।”
[সূরা জুমার:৭১]

আর এ জন্যে কোন কাফের মুসলিম হতে চাইলে এক আল্লাহর সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে নবীর রেসালাতের সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত মুসলিম হতে পারবে না।

L K J I H G F E D C B A @ ? > [

Z M آل عمران: ٣١

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমারদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।" [সূরা আল-ইমরান:৩১]

তৃতীয়: তাকওয়া:

নবী-রসূলগণ তাঁদের জাতিকে তাকওয়া তথা আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন এবং নিষেধসমূহ পরিহার করার জন্য আদেশ করেন। তাকওয়ার অর্থ সাধারণত: আল্লাহভীরুতাকে বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ আল্লাহর নির্দেশ ত্যাগ করতে বা নিষেধ উপেক্ষা করতে তাঁকে ভয় করা। অন্যভাবে বলা যেতে পারে: আল্লাহর সমস্ত আদেশ পালন ও সকল নিষেধ থেকে দূরে থাকার নাম তাকওয়া।

-٢ :نوح Z k j i h g f e d c b a ` _ [
٣

(ক) "সে (নূহ) বলল: হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" [সূরা নূহ:২-৩]

رَسُولٌ أَمِينٌ ~ } | { z y x w v u t s r q [

﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ Z الشعراء: ١٢٣ – ١٢٦

(খ) "আদ সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন: তোমাদের কি ভয় নেই? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" [সূরা শু'আরা:**১২৩-১২৬**]

L K J I H G F E D C B A @ ? > [

الشعراء: ١٤١ – ١٤٤ Z R Q P O N M

(গ) "সামূদ জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই সালেহ, তাদেরকে বললেন: তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" [সূরা শু'আরা:**১৪১-১৪৪**]

0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

الشعراء: ١٦٠ – ١٦٣ Z 6 5 4 3 2 1

(ঘ) "লূতের জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই লূত, তাদেরকে বললেন: তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" [সূরা শু'আরা:**১৬০-১৬৩**]

] كَذَّبَ أَصْحَابُ ´ µ ¶ ¸ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾ Z الشعراء: ١٧٦ – ١٧٩

(ঙ) "বনের অধিবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই শো'আইব, তাদেরকে বললেন: তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" [সূরা শু'আরা:১৭৬-১৭৯]

I H G F D C B A @ ? > = < ; [

طه: ٩٠ Z L K J

"হারূন তাদের পূর্বেই বলেছিলেন: হে আমার জাতি, তোমরা তো এই গো–বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।" [সূরা ত্বহা:৯০]

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 [

الزخرف: ٦٣ Z H G F E C B

(চ) "ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন বললেন, অমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে, কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তা ব্যক্ত করার জন্যে এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।" [সূরা জুখরুফ:৬৩]

Z ﴿١٣١﴾ z y x w v u t s r q p [
النساء: ١٣١

(ছ) "বস্তুত: আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদের এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই আল্লাহকে ভয় করতে থাক।" [সূরা নিসা:১৩১]

চতুর্থ: আখেরাত:

নবী-রসূলগণ তাঁদের জাতিকে পরকালের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন। পরকালে পুনরুত্থান, প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের কথা অবহিত করেন। সেই দিন এক দলের পরিণাম হবে জান্নাত আর এক দলের জাহান্নাম।

[p q r s t u v Z الشورى: ٧

(ক) "একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [সূরা শূরা:৭]

[n o p q s t u v w y z

{ | } ~ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ © Z

آل عمران: ١٨٥

(খ) "প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া আর অন্য কোন সম্পদ নয়।" [সূরা আল-ইমরান:**১৮৫**]

[q r s t u v x y z { | ~ تَعْقِلُونَ

﴿٣٢﴾ Z الأنعام: ٣٢

(গ) "পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালে আবাস পরহেজগারদের জন্যে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না?" [সূরা আন'আম:৩২]

T SR Q P O N M L K J I H G [

d c b a ` _ ˈ] \ [Z Y X W V U

هود: ١٥ – ١٦ Z g f e

(ঘ) "যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল।" [সূরা হূদ:১৫-১৬]

> = < ; : 9 8 7 6 5 4 [

الإسراء: ١٩ Z @ ?

(ঙ) "আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা–সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।" [সূরা বনী ইসরাঈল:১৯]

D C B A @ ? > =< ; : 9 8 7 [

النمل: ٤ – ٥ Z L K J I H G F E

(চ) "যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব, তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের জন্যেই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা নামল:৪-৫]

] تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ Z القصص: ٨٣

(ছ) "সেই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধতা প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম।" [সূরা কাসাস:৮৩]

/ . - , + *) (' & % $ # " ! [

العنكبوت: ٦٤ Z 2 1 0

(জ) "এই পার্থিবজীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। পারকালের গৃহই প্রকৃত স্থায়ী জীবন, যদি তারা জানত।" [সূরা আনকাবূত: ৬৪]

] يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَٰعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِىَ ´ µ ¶ Z
غافر: ٣٩

(ঝ) "হে আমার জাতি, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ।" [সূরা মুমিন:৩৯]

] ~ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى © ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

التغابن: ٧ Z ´

(ঞ) "কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অত:পর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।" [সূরা তাগাবুন:৭]

] فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ Z المؤمنون: ١٠٢ – ١٠٤

(ট) "যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।"
[সূরা আল-মুমিনূন:১০২-১০৪]

s r q p o n m l j i h [

Z ~ } | { z y x w v u t

الأعراف: ٨ – ٩

(ঠ) "আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অত:পর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।" [সূরা আ'রাফ:৮-৯]

L K J I H G F E D C B A [

X W V U T S R Q P O N M

Y Z Z القارعة: ٦ – ١١

(ড) "অতএব, যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে। আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি কি তা জানেন? প্রজ্বলিত অগ্নি।" [সূরা কারি'য়া: **৬-১১**]

নবী-রসূলগণের দাওয়াতের ভিত্তিসমূহ

১. দাওয়াতের পূর্বে সঠিক জ্ঞানার্জন:

অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তি দা'ওয়াতের জন্য উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী সম্পর্কে বলেন:

[P Q R S T U W X Y Z] c Z يوسف: ١٠٨

"বলুন! ইহাই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করি।" [সূরা ইউসুফ:১০৮]

দ্বীনের দা'য়ী-আহ্বানকারী যদি কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের সঠিক জ্ঞান না রাখেন তবে বিভিন্ন সংশয় ও বাতিলের মোকাবেলা কি দ্বারা করবেন? আর প্রতিপক্ষের সঙ্গে কিভাবে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করবেন? জ্ঞান না থাকলে প্রথম অবস্থাতেই হেরে যাবেন এবং রাস্তার শুরুতেই দাঁড়িয়ে পড়বেন।

3 যা জানা অতি প্রয়োজন:

(ক) যার প্রতি দা'ওয়াত করবেন সে বিষয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানার্জন।

(খ) যাদেরকে দা'ওয়াত করবেন তাদের অবস্থা, প্রকারভেদ, ধর্ম-কর্ম, মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

(গ) নতুন ও পুরাতন বিভিন্ন ধরনের দা'ওয়াতের মাধ্যম ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

(ঘ) যে সমাজে দাওয়াত করবেন সে সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

২. নিজে আমল করার পর অন্যদেরকে দা'ওয়াত করা:

এর দ্বারা আহ্বানকারী মানুষের জন্য উত্তম নমুনা ও মডেল হতে পারবেন। আর তাঁর কাজ কথার সত্যায়ন করবে এবং বাতিলরা তাঁর উপর কোন প্রকার প্রতিবাদ করতে পরবে না।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Y X WVU T S RQPONM L[

Z فصلت: ٣٣

"যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে ও সৎ আমল করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে।" [সূরা হা-মীম সেজদাহ: ৩৩]

৩. এখলাস:

দা'ওয়াত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হওয়া। এ দ্বারা মানুষ দেখানো বা শুনানো কিংবা পদোন্নতি অথবা সম্মান বা নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব বা মন্ত্রীত্ব-রাজত্ব বা আমিরী কিংবা পার্লামেন্ট সদস্য হওয়া এবং দুনিয়ার কোন লোভ-লালসা ইত্যাদির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য না থাকা; কারণ ঐ সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কোন একটি যখন থাকবে তখন আল্লাহর জন্য দা'ওয়াত হবে না। বরং নিজের প্রবৃত্তির কিংবা দুনিয়ার লোভ-লালসা ইত্যাদির জন্য হবে।
১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

يونس: ٧٢Z V O N M L K I H G F[

"আমি তোমাদের নিকট এর কোন প্রতিদান চাচ্ছি না। বরং আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর নিকট।"
২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

٢٩ هود: Z : , + *) (' % $ # " [

"এর প্রতিদান হিসাবে তোমাদের নিকট কোন মাল-সম্পদ চাইনা। আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর নিকট।" [সূরা হূদ:২৯]

৪. অধিক গুরুত্বতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে দা'ওয়াত করা:

সর্বপ্রথম দা'য়ী-আহ্বানকারী আকীদাহ সংশোধন ও একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্য দা'ওয়াত করবেন আর শিরক থেকে নিষেধ করবেন। এরপর নামাজ কায়েম ও জাকাত আদায়ের জন্য নির্দেশ করবেন। অত:পর ফরজ-ওয়াজিবসমূহ আদায় করতে এবং হারাম কার্যাদি ছাড়তে আদেশ করবেন। আর ইহাই ছিল সমস্ত নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী পদ্ধতি ও পন্থা।

/ . - , + *) (' & % $ # " ! [

٢٥ الأنبياء: Z 0

(১) "আমি আপনার পূর্বের প্রেরিত প্রতিটি রসূলকে শুধু এই অহি করেছি যে, আমি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই এবাদত কর।" [সূরা আম্বিয়া:২৫]

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 [

٥٩ الأعراف: Z I H G F E D

(২) "আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল: হে আমার জাতি তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর। তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ-উপাস্য

নেই। আমি তোমাদের প্রতি সেই কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করছি।" [সূরা আ'রাফ: ৫৯]

অনুরূপভাবে হূদ [عليه السلام], সলেহ [عليه السلام], শু'আইব [عليه السلام] এবং মূসা [عليه السلام] ও ঈসা [عليه السلام] সকলেই সর্বপ্রথম তাওহীদের প্রতি দা'ওয়াত করেছেন।

আল্লাহর দা'ওয়াতের কাজে আমাদের জন্য উত্তম নমুনা হচ্ছে প্রিয় নবী [ﷺ]। তিনি তাঁর সাহাবাগণকে উত্তম নমুনা দান করেছিলেন। তিনি মক্কায় দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে মানুষকে একমাত্র তাওহীদের প্রতিই আহ্বান করেছিলেন। ইহা ছিল নামাজ কায়েম, জাকাত প্রদান, রমজানের রোজা পালন ও হজ্ব আদায়ের পূর্বের দা'ওয়াত। আর শিরক থেকে বারণ করেছিলেন, যা ছিল সুদ, জেনা-ব্যভিচার, চুরি ও মানুষ হত্যা থেকে নিষেধের পূর্বের দা'ওয়াত।

আকীদাহ সংশোধন ছিল সকল নবী-রসূলদের সর্বপ্রথম দা'ওয়াত। আকীদা বিশুদ্ধকরণ প্রতিটি জিনিসের মূল ভিত্তি ও বুনিয়াদ। আর আকীদা সংশোধন অর্থ তাওহিদী কালেমার উচ্চারণ, তার মর্মার্থ বুঝা এবং তার চাওয়া-পাওয়া ও দাবী মোতাবেক আমল করা। তাওহীদ দ্বারা একজন কাফের ইসলামে দীক্ষিত হয় এবং মৃত্যুর পূর্বে ইহা দ্বারা তালকীন দিয়ে সর্বশেষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। ইহাই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড় ফরজ। এ জন্যেই নবী [ﷺ] মু'আয ইবনে জাবাল [رضي الله عنه]কে যখন ইয়ামেনে দা'য়ী হিসাবে প্রেরণ করেন তখন বলেন:

« إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ

خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ ». متفق عليه.

(ক) "তুমি আহলে কিতাবের নিকট যাচ্ছ। তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম এক আল্লাহর এবাদতের দিকে দা'ওয়াত করবে।" অত:পর তারা যখন ইহা অবগত হবে তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি দিনে-রাতে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন। তারা যখন সালাত আদায় করবে তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদে জাকাত ফরজ করে দিয়েছেন। জাকাত ধনী লোকদের থেকে নিয়ে তাদের অভাবী লোকদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। তারা যদি ইহা মেনে নেয় তবে জাকাত গ্রহণের সময় তাদের উত্তম সম্পদ নেওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর মাজলুমের দোয়াকে ভয় করবে; কারণ তার এবং আল্লাহর দোয়ার মাঝে কোন পর্দা নেই।" [বুখারী ও মুসলিম]

(খ) অন্য বর্ণনায় আছে:

« إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا

لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ». رواه مسلم.

"তুমি আহলে কিতাবের নিকট যাচ্ছ। তুমি তাদেরকে (তাওহীদ) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং (রেসালাত) আমি আল্লাহর রসূল এর দা'ওয়াত করবে।" অত:পর যদি তারা ইহা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি দিনে-রাতে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন। তারা যদি ইহা মেনে নেই তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদে জাকাত ফরজ করে দিয়েছেন। জাকাত ধনী লোকদের থেকে নিয়ে তাদের অভাবী লোকদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। তারা যদি ইহা মেনে নেয় তবে জাকাত গ্রহণের সময় তাদের উত্তম সম্পদ নেওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর মাজলুমের দোয়াকে ভয় করবে; কারণ তার দোয়া এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।" [মুসলিম]

(গ) অন্য আর এক বর্ণনায় আছে:

« فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى ».رواه البخاري.

"তাদেরকে সর্বপ্রথম এক আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দা'ওয়াত করবে।" [বুখারী]

(ঘ) রসূলুল্লাহ [ﷺ] আরো বলেছেন:

« أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». متفق عليه.

"যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ''লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাাহ''-এর সাক্ষ্য প্রদান এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদান না করবে ততক্ষণ তাদেরকে হত্যা করার জন্য আমি আদেষ্টিত হয়েছি। যখন তারা এসব করে তখন তাদের খুন-রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ লাভ করে। তবে ইসলামের হক হলে তার ব্যাপার সতন্ত্র এবং তাদের হিসাব আল্লাহর প্রতি।" [বুখারী ও মুসলিম]

নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী সিলেবাসের নিদর্শন হচ্ছে সর্বপ্রথম তাওহীদের দা'ওয়াত দ্বারা আরম্ভ করা। এ দা'ওয়াত সর্বপ্রথম রসূল নূহ [عليه السلام] থেকে শুরু করে সর্বশেষ রসূল মুহাম্মদ [ﷺ] পর্যন্ত শেষ হয়েছে। তাঁরা মূল ভিত্তি ও আসল থেকে দা'ওয়াত আরম্ভ করেছেন। তাঁরা কেউ গাছ লাগানোর পূর্বে ফল পাড়ার চেষ্টা করেননি। তাঁরা কেউ ভিত্তি স্থাপনের আগে ছাদ ঢালাই দেওয়ার বৃথা প্রচেষ্টা চালননি। আর ইহাই হলো নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের নীতিমালা ও পদ্ধতি। সকলেই তাওহীদ দ্বারা আরম্ভ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ´ µ ¶ ¸ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ ﴿٦٥﴾ Z الأعراف: ٦٥

"হে আমার জাতি একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের সত্য মাবুদ নেই।" [সূরা আ'রাফ: ৬৫]

অতএব, তাওহীদ থেকেই একজন দ্বীনের দা'য়ী তার দা'ওয়াতের কার্যক্রম শুরু করবেন। এমন কিছু দা'য়ী আছেন যারা তাদের দাওয়াতে তাড়াহুড়া করেন এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁরা সঠিক ইসলামী দাওয়াতের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। আর

সংশোধনের চেয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করেন বেশি। তাঁরা তাঁদের দাওয়াতের ফল খেতে পারেন না। বরং তাঁদের ঘরের ছাদ তৈরী হতে বহু দেরী হয়; কারণ ইহা নবী-রসূলদের সিলেবাসের পরিপন্থী নিয়ম। আমরা জানি যে নূহ [عليه السلام] ৯৫০ বছর ধরে তার জাতিকে একমাত্র তাওহীদের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। আর আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ] তাঁর নবুয়াতের বেশির ভাগ সময় মক্কাতে একমাত্র তাওহীদের প্রতি দা'ওয়াত করতে থাকেন। তিনি বলতে থাকেন, তোমরা বল:"লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ" কল্যাণকামী হবে। [আহমাদ]

এরপর তাওহীদের বুনিয়াদ ও ঈমান মানুষের অন্তরে দৃঢমূল হয়। একিন ও আল্লাহর ভয়-ভীতির উপর তাদের তারবিয়ত হয়। এরপর নবী [ﷺ] তাদেরকে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন এ সময় শরীয়তের বিভিন্ন বিধিবিধান নাজিল হয়।

মদিনায় জিহাদের আয়াত নাজিল হয়। যদি বিধান দ্বারা আরম্ভ করাই নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের পদ্ধতি হত তাহলে নবী [ﷺ] তাই করতেন। নবী [ﷺ]-এর প্রতি রাজত্ব পেশ করা হয়েছিল। কুরাইশরা বলেছিলঃ মুহাম্মাদ! যদি তুমি রাজা হতে চাও তাহলে তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে দেব। কিন্তু নবী [ﷺ] বুনিয়াদ ও ভিত্তি দ্বারা শুরু করেন আর তা হচ্ছে তাওহীদ। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দা'ওয়াত তাওহীদ দ্বারাই আরম্ভ করতে হবে রাষ্ট্র দিয়ে নয়। আর এ জন্যেই সালাফী দা'ওয়াত তাওহীদের ভিত্তি দ্বারা শুরু করা হয়; কারণ এর মধ্যে রয়েছে নবী-রসূলদের পদাঙ্কানুসরণ। দ্বীনের সঠিক আহ্বানকারীরা যা দ্বারা আরম্ভ করেছেন তা দ্বারাই তাঁরা আরম্ভ করেন।

আমরা দেখতে পাই অনেক দলীয় ও সাংগঠনিক দা'ওয়াতগুলো তাওহীদের ব্যাপারে কোন প্রকার গুরুত্ব দেয় না। বরং তাদের কোন কোন নেতারা ঘোষণা করেন যে, তাওহীদ দ্বারা দা'ওয়াত মানুষের মাঝে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করে। তারা এক গলদ শ্লোগান দেয় যা হচ্ছে:"যে ব্যাপারে একমত তার উপরে আমরা জমায়েত হই। আর যে ব্যাপারে দ্বিমত সে ক্ষেত্রে একে অপরকে ওজর পেশ করি।" তারা নিজেরা ভিতরের আকীদার গণ্ডগোল মেনে নিয়ে দলাদলিকে সমর্থন করেন। যদিও তা শরীয়ত ও দ্বীনের বিপরীত হোক না কেন; কারণ এ শ্লোগান তাদের দলের মূল নীতির একটি। আর সালাফী দাওয়াতের নিদর্শন হলো: আল্লাহ তা'য়ালা যা শরীয়তের বিধিবিধান করেছেন এবং নির্দেশ করেছেন সে ব্যাপারে আপোসে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আর যে ব্যাপারে দ্বিমত হবে সে বিষয়ে একে অপরকে বুঝানো ও নসিহত করা।

সর্বপ্রথম আকীদা সংশোধন
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা অন্য কিছু নয় কেন?

3 আকীদার বিপর্যয় বড় কঠিন ও জটিল এবং বেশি বিপজ্জনক। আচ্ছা যদি একজন মানুষের সামনে একটি বিষাক্ত সাপ ও একটি পিঁপড়া থাকে, তবে কার থেকে আগে নিজেকে বাঁচবার চেষ্টা করবে? সাপ না পিঁপড়া থেকে? যদি তার সামনে একটি নেকড়ে বাঘ আর একটি ইঁদুরের দল হয়, তবে কোনটিকে প্রথমে প্রতিহত করবে? নেকড়ে না ইঁদুরের দল কে? যদি তার সামনে দু'টি রাস্তা হয় যার একটিতে আগ্নেয়গিরি আর অপরটি ভয়ঙ্কর তাহলে কোনটি রাস্তা দিয়ে সে পথ অতিক্রম করবে?

3 প্রতিটি নবী-রসূলকে আল্লাহ বাশীর তথা জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং নাযীর তথা জাহান্নাম থেকে ভয় প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেন। আর এর সম্পর্ক সরাসরী তাওহীদ ও শিরকের সঙ্গে।

3 হুকুমাত তথা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিটি লোভী, দুনিয়াদার, পদ ও গদির আকাঙ্খী, বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বিষয়ের এবং প্রবৃত্তির অনুসরণকারীরা অংশগ্রহণ করে। কিন্তু নবী-রসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীরা এসব দুনিয়াবী উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। একমাত্র মুখলিস এবং ঈমান ও তাওহীদ পন্থিরাই তাঁদের অনুসরণ করেন। যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসেন এবং তাদের প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় করেন।

3 নেতৃত্ব ও রাজত্বের মাঝে রয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, টানা-হেঁছড়া ও বিরোধিতা। এর দ্বারা শুরু হলে কোনভাবে শক্ত ভিত্তিস্থাপন করাই সম্ভব হবে না।

3 শয়তানের তিনটি লোভনীয় টোপ যা দ্বারা সে আদম সন্তানকে শিকার করে; সম্পদের লোভ, নারীর লোভ এবং নেতৃত্বের লোভ। নবী [ﷺ] বলেছেন:

« إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ ». متفق عليه.

“যারা নেতৃত্ব চায় এবং লোভ করে আমি তাদেরকে দায়িত্বভার দান করি না।”

তিনি [ﷺ] আরো বলেছেন:

« لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ».متفق عليه.

“তুমি এমারত (দায়িত্ব) চাইবে না; কারণ যদি চাওয়ার পরে তোমাকে এমারত দেওয়া হয়, তাহলে তার উপরেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে-সাহায্য করা হবে না। আর নিজে না চেয়ে যদি তোমাকে এমারতী (দায়িত্বভার) দেওয়া হয়, তাহলে তাতে তোমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে।” [বুখারী ও মুসলিম]

দ্বীন কায়েমের প্রচলিত কিছু ভুল পদ্ধতি

১. **ইমামাত কায়েম করেঃ** শুধুমাত্র আহলে বাইতের ইমামাত কায়েম করার মাধ্যম্যে দ্বীন কায়েম করা। ইহা শিয়া-রাফেযীদের পদ্ধতি।

২. **বেলায়াত কায়েম করেঃ** অলি-বুজুর্গদের বেলায়াত কায়েম করে দ্বীন কায়েম করা। ইহা প্রচলিত সূফীদের পদ্ধতি।

৩. **হুকুমাত কায়েম করেঃ** রাষ্ট্র কায়েম হলে সবকিছুই কায়েম হয়ে যাবে মনে করা। ইহা বর্তমানে এক শ্রেণীর অধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদগণের পদ্ধতি।

৪. **জিহাদ কায়েম করেঃ** জিহাদের দ্বারাই দ্বীন কায়েম করতে হবে। ইহা জিহাদী দলগুলোর পদ্ধতি। ইহা এক শ্রেণীর আবেগী যুবক ও দ্বীনের ভাসা ভাসা জ্ঞানের লোকদের পদ্ধতি।

নি:সন্দেহে উপরের প্রতিটি জিনিস ইসলামে তার আপন গতিতে রয়েছে কারো নিজস্ব বুঝমত নয়। মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র তাওহীদ কায়েমের মাধ্যমেই সবকিছু কায়েম হতে পারে যা নবী-রসূলগণের একমাত্র পদ্ধতি। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা সবই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব; কারণ ইহাই আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ব নিয়ম ও পদ্ধতি। আর বাকি সবগুলো পদ্ধতি হলো মানব রচিত পদ্ধতি।

৫. ধৈর্যধারণঃ

দা'ওয়াত করতে যে সমস্ত সমস্যা ও মানুষের পক্ষ থেকে কষ্ট পাবে তার উপরে ধৈর্যধারণ করা জরুরি; কারণ দাওয়াতের রাস্তায় গোলাপ ফুল বিছানো থাকবে না বরং এপথ কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ দ্বারা বেষ্টিত। এ ব্যাপারে আমাদের জন্য নবী-রসূলগণের কেস্‌সা উত্তম নমুনা। আর তাঁরা যা তাঁদের জাতি ও নেতাদের থেকে কষ্ট

ও হাসি ঠাট্টা-বিদ্রুপ পেয়েছেন সে সকল বর্ণনা আমাদের জন্য শান্তনা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَلَقَدْ ´ µ ¶ ¸ فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ﴿٣٤﴾ Z الأنعام: ٣٤

“আপনার পূর্বে রসূলদেরকে মিথ্যারোপ করা হয়েছে, তারা তাদের মিথ্যারোপ ও কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করেছে। পরিশেষে তাদের নিকট আমার সাহায্য এসেছে।” [সূরা আন'আম:৩৪]

৬. উত্তম চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহারের অধিকারী হওয়া:

দ্বীনের দা'য়ী দাওয়াতে হিকমত অবলম্বন করবেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[v w x y z { | ~ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ﴿١٢٥﴾ Z النحل: ١٢٥

“আপনার প্রতিপালকের রাস্তায় হিকমত ও উত্তম ওয়াজ দ্বারা দা'ওয়াত করুন। আর উত্তম পন্থায় তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন।” [সূরা নাহ্‌ল:১২৫]

আর উত্তম চরিত্র ও হিকমত এবং বিবেক দ্বারা দা'ওয়াত করা কতই না প্রয়োজন। দা'ওয়াতকে ধ্বংসকারী অস্ত্র হচ্ছে যুবকদের আবেগপ্রবণতা। তাই একজন দা'য়ী যুবকদের আবেগকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন; যাতে করে যুব সমাজ ধ্বংস না হয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী সম্পর্কে এরশাদ করেন:

Z K 7 6 5 4 3 2 1 0 . - , + *) [آل عمران: ١٥٩

"আল্লাহর দয়া দ্বারা তাদেরকে অর্জন করতে পেরেছেন। যদি কর্কশ ও শক্ত অন্তরের হতেন তবে তারা আপনার নিকট থেকে ভেগে যেত।" [সূরা আল-ইমরান:১৫৯]

৭. বড় আশা-আকাঙ্খা ও শক্ত আশাবাদী হওয়াঃ

কোন সময় যেন দ্বীনের দা'য়ীর অন্তরে নিরাশা প্রবেশের রাস্তা না পায়। দা'ওয়াতের প্রভাব দুর্বল ও মানুষ হেদায়েত গ্রহণ না করার জন্যে দা'য়ী কখনো নিরাশ হবেন না। আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে হতাশায় ভুগবেন না, যদিও সময় অনেক লম্বা লাগে না কেন। দা'য়ীর জন্য রয়েছে নবী-রসূলগণের মাঝে উত্তম নমুনা। আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ]কে তায়েফের কাফের-মুশরেকরা মারধর করে সমস্ত শরীরকে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। এ দেখে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবের নিকট পর্বতের ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে অনুমতি চানঃ আপনি অনুমতি দিন মক্কার সবচেয়ে বড় পর্বতদ্বয় আখশাইবন দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেই। তিনি ফেরেশতাকে বলেন:"না, তাদেরকে ধ্বংস করে দিও না।

« بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ». متفق عليه.

"বরং আমি আশাবাদী আল্লাহ তাদের ঔরস থেকে এমন জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করবে না।" [বুখারী ও মুসলিম]

মনে রাখতে হবে যে, দা'য়ী যখন আশা হারিয়ে হতাশায় ভুগবেন তখন মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়বেন এবং তাঁর কাজ ব্যর্থতায় ও বিফলে যাবে।

নবী-রসূলদের দা'ওয়াতের কিছু পন্থা

১. উত্তম পন্থায় ওয়াজ ও নসিহত:

] 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = Z النساء: ٦٦

"যদি তারা তাই করে যার তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজেদের দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে।" [সূরা নিসা:৬৬]

] v w x y z { | ﴿١٢٥﴾ Z النحل: ١٢٥

"আপন পালনকর্তার পথের দিকে আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে।" [সূরা নাহল:১২৫]

২. তা'লীম ও তরবিয়ত তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:

] ´ µ ¶ ¸ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ Z آل عمران: ١٦٤

(১) "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও সুন্নতের শিক্ষা দেন। বস্তুত: তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।" [সূরা আল-ইমরান:১৬৪]

] p q r t u v w x y z | }

~ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ

ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ ´ µ ¶ ¸ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَـٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ Z البقرة: ٢٢٢ – ٢٢٣

(২) "আর আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (মহিলাদের মাসিক ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্র অর্জনকারীদেকে পছন্দ করেন। তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর মুমিনদেকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।" [সূরা বাকারা:২২২-২২৩]

৩. তারগীব (উৎসা প্রদান) ও তারহীব (ভয় প্রদর্শন):

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / [

الإسراء: ٩ Z ? > = <

(ক) "এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে।" [সূরা বনী ইসরাঈল:৯]

[Y Z [\ ] ^ _ ` a b c d
f g h i j k l Z النحل: ٩٧

(খ) "যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে সুন্দর জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।" [সূরা নাহল:৯৭]

] وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ﴿١٤﴾ Z النساء: ١٤

(গ) "যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"
[সূরা নিসা:১৪]

৪. অহির দ্বারা সাব্যস্ত শিক্ষণীয় কেস্‌সা-কাহিনী বর্ণনাঃ

] نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أَحۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ © ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ ﴿٣﴾ Z يوسف: ٣

(১) "আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কুরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। আপনি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।"
[সূরা ইউসুফ: ৩]

] لَقَدۡ كَانَ فِي قَصَصِهِمۡ عِبۡرَةٞ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِۗ ﴿١١١﴾ Z يوسف: ١١١

(২) "তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়।" [সূরা ইউসুফ:১১১]

৫. বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন:

] أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ Z إبراهيم: ٢٤

(ক) "আপনি কি লক্ষ্য করেন না, আল্লাহ কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন: পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত।" [সূরা ইবরাহীম:২৪]

] ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ Z الزمر: ٢٩

(খ) "আল্লাহ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন: একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির মালিক মাত্র একজন–তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।" [সূরা জুমার:২৯]

৬. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ:

r p o n m l k j i h g f [

آل عمران: ١٠٤ Z u t s

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।"
[সূরা আল-ইমরান: ১০৪]

৭. প্রশ্নোত্তরঃ

আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং নিজে ইবলীসের সাথে প্রশ্নোত্তর করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণীঃ

z y x w v u t s r q p o n m l k [

{ | } ~ فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ

© ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا ´ µ ¦ ¸ أَمْ كُنتَ

مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا

فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ à ٱلْمُنظَرِينَ â إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ç è é

ê ë ﴿٨٢﴾ إِلَّا î ï ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ Z ص: ٧١ – ٨٣

"যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষমভাবে সৃষ্টি করব এবং তাতে রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মানে নত হয়ে যেয়ো। অত:পর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সম্মানে নত হল। কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মানে সেজদা করতে তোমার কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? সে বলল: আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত। তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। সে বলল, হে

আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেনঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল। সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। সে বললঃ আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া।"
[সূরা স্ব-দঃ৭১-৮৩]

৮. মুনাযারা তথা বিতর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে বুঝানোঃ

L K J I H G F E D C B A @ ? > = [

[Z Y X W V U S R Q P O N M

j i h g f e c b a ` _ ^] \

Z البقرة: ٢٥٨

"আপনি কি সে লোককে দেখেননি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইবরাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আল আল্লাহ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা বাকারাঃ২৫৮]

৯. প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ ও জবর্দস্তী করা যেমনঃ শরিয়তের শর্ত সম্মত জিহাদঃ (প্রচলিত জিহাদ নয়)

Y X W V U T S R Q P O N M [

d c b a ` _ ^] \ [Z

e f g h i j Z التوبة: ٢٩

(ক) "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া (কর) প্রদান করে।" [সূরা তাওবাহ:২৯]

] وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ © وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا

فَإِنَّ ٱللَّهَ ´ µ ¶ ¸ Z الأنفال: ٣٩

(খ) "আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।" [সূরা আনফাল:৩৯]

নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের লক্ষণ ও নিদর্শন

১. তাওহীদ দ্বারা দা'ওয়াত আরম্ভ করা এবং তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি প্রদান করা।

২. আল্লাহর অহিকে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরা এবং তার অনুসরণ করা। যেমনঃ

(ক) প্রকাশ্যে ও গোপনে আনুসরণ এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করা।

(খ) আপোসে মতানৈক্য ও দ্বিমত হলে ফয়সালার জন্য একমাত্র অহির দিকেই ফিরে আসা।

(গ) চাহে যেই হোক না কেন তাদের সবার কথা ও কাজের উপরে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া।

৩. শরীয়তের সঠিক জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা। চাই তা ফিকহে আকবা তথা মূল ও আকীদা বিষয়ে হোক বা ফিকহে আসগার তথা বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল বিষয়ে হোক।

৪. প্রয়োজনে দাওয়াতের সমর্থনে শরীয়ত সম্মত শর্তানুযায়ী সাহায্যকারী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

৫. সবকিছু সুস্পষ্ট হওয়া এবং গোপনীয়তা থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকা। যেমনঃ

(ক) আকীদাতে।

(খ) পদ্ধতি ও সিলেবাসে।

(গ) দা'ওয়াত ও তাবলীগে।

৬. ইসলাম ও সুন্নতের দিকে সম্পর্ক স্থাপন করা। নিজেদের বানানো কোন প্রকার লকব-উপাধি ও অন্যান্য কোন আলামত বা নামের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া। যেমনঃ কাদেরীয়া, খারেজিয়া, আশ'আরীয়া, মাতুরিদিয়া, নকশাবন্দিয়া, চিশ্তিয়া,

বাতেনিয়া, আকবরিয়া, কাদয়ানী, দেওবন্দী, বেরলবী, মু'তাজেলী, সূফী, তাবলিগী ও এখওয়ানী ইত্যাদি। শরীয়তে যে সকল শ্লোগান ও উপাধির নাম নেই সে সকল নতুন নতুন বিদাতী নাম ও উপাধির আবিস্কার ও উদভাবন এবং সৃষ্টি করা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ।

৭. জামাতবদ্ধ থাকা এবং দলাদলি হতে দূরে থাকা। আর সত্য দলের মাপকাঠি হচ্ছে হক তথা একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের মানদণ্ড এবং তা সাহাবীদের বুঝে বুঝা এবং আমল করা।

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] বলেন:

«الجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الحَقّ ، وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ»

"জামাত হলো যা হকের (কুরআন-সুন্নাহর) সঙ্গে মিলে যদিও তুমি একাকী হও না কেন।" [শারহু আকীতু আহলিস সুন্নাহ ওয়ালজমাহ−ইমাম লালকাযী: ১/১৬৩]

u দলাদলির অপকারিতা:

N নিরাপত্তার স্থানে ভয় ও ভীতি।
N পেটের পরিতৃত্তির পরিবর্তে ক্ষুধা।
N সম্মান ও ইজ্জত নষ্টকরণ।
N ছিনতাই ও ডাকাতি।
N মূর্খদের প্রভাব বিস্তার।
N অজ্ঞতার প্রসার লাভ ও জাহেলদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা।
N শারয়ী জ্ঞানের হ্রাস ও সঠিক আলেমদের অসম্মান ও পরিচয় না জানা।

N ইসলামের শক্তি খর্ব ও মানুষের কাছে সঠিক দ্বীন অপরিচিত হওয়া।

৮. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নির্দেশের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ না করা।

৯. সুদৃঢ় নীতিমালার ভিত্তিতে শরীয়তের উদ্দেশ্য বুঝার পথ অবলম্বন না করা।

১০. আল্লাহর মনোনীত ইসলামকে বজ্রমুষ্ঠিতে আঁকড়িয়ে ধরতে না পারা।

মানুষের অন্তরে সুপ্রভাব বিস্তারের জন্য নবী রসূলগণের কিছু মাধ্যম ও পদ্ধতি

নি:সন্দেহে সর্বপ্রথম মানুষের অন্তরের তালা খোলা প্রয়োজন। এরপর সে পথ ধরে তার মাঝে প্রবেশ করা। আর এই পদ্ধতি মানুষের অন্তরকে শিকার করার জন্য একটি তীর স্বরূপ। এর দ্বারা অন্তরকে নরম করা, দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং আছাড় খেয়ে পড়া থেকে অব্যহতি পাওয়া যায়। ইহা এমন একটি গুণ যা দ্বারা দ্রুত অন্তরে প্রভাব বিস্তার ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যায়। ইহা অর্জন করার জন্য একজন দা'য়ীকে সর্বদা সচেষ্ট হতে হবে; কারণ এর দ্বারা অন্তরে ঢুকতে পারবেন এবং সুউচ্চ ও মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন। এর জন্য নবী-রসূলদের কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পরে। যেমন:

১. মুচকি ও মৃদু হাসি:

খাদ্যের মজা ও স্বাদ যেমন লবণ ছাড়া সম্ভব না তেমনি মুচকি হাসি ব্যতীত অন্তরে প্রভাব বিস্তার করাও অসম্ভব।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ». رواه مسلم.

আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] আমাকে বলেছেন: "ভাল জিনিস অল্প হলেও তুচ্ছ মনে কর না; যদিও মৃদু হাসি দ্বারা তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করাও হোক না কেন।" [মুসলিম]

আর আব্দুল্লাহ ইবনে হারেছ [ﷺ] বলেন:

« مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ». رواه الترمذي.

আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর চেয়ে অধিক মুচকি হাসি আর কারো মুখে দেখিনি। [সহীহ তিরমিযী, হাঃ নং ৩৬৪১]

২. প্রথমে সালাম দেওয়াঃ

ইহা এমন একটি তীর যা দ্বারা অন্তরের গভীরে পৌঁছা এবং শিকার নিজের হাতের সামনে এসে যায়। চেহারাকে হাস্য-উজ্জ্বল ও প্রফুল্লতা রাখার চেষ্টা করবেন। আর উষ্ণ সাক্ষাৎ ও মহব্বতের সাথে করমর্দন করবেন। উমার আননাদী বলেনঃ আমি একবার আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [رضي الله عنه]-এর সঙ্গে বের হই। তিনি ছোট-বড় যার সাথে সাক্ষাৎ করেন তাকেই সালাম দেন।

নবী [ﷺ] বলেছেনঃ

« لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ». رواه مسلم.

"তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আপোসে একে অপরকে ভালোবাসা না পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের কথা বলে দিব না যা করলে তোমরা আপোসে ভালোবাসতে পারবে। নিজেদের মাঝে বেশি বেশি সালাম প্রচার করবে।" [মুসলিম]

৩. উপহার ও উপঢৌকন দেওয়াঃ

উপহারের আশ্চর্য ধরনের প্রভাব পড়ে। ইহা দ্বারা মানুষের কর্ণ, চুক্ষ ও অন্তর অতি সহজে জয় করা যায়। এর দ্বারা ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

নবী [ﷺ] বলেছেন:

« تَصَافَحُوا يَذْهَبْ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبْ الشَّحْنَاءُ». رواه المالك في الموطأ

“তোমরা আপোসে সালামে করমর্দন কর; ইহা হিংসাকে দূর করে দেয়। আর উপঢৌকন দেওয়া-নেওয়া কর এতে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং বিদ্বেষ চলে যায়।”
[মুওয়াত্তা মালেক, ইবনে আব্দুল বার বলেন: হাদীসটি অনেকগুলো হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে, শাইখ আলবানী (রহ:) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, যঈফুল জামে' হা: নং ২৪৯]

৪. নিরবতা পালন এবং অল্প কথা বলা:

প্রয়োজন ও উপকার ছাড়া কথা না বলা এবং বেশি বেশি না হাসা। জাবের ইবনে সামুরা [ﷺ] বলেন:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ ». رواه أحمد.

“নবী [ﷺ] দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকতেন এবং খুবই কম হাসতেন।” [হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে' হা: নং ৪৮২২]
নবী [ﷺ] বলেছেন:

« وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ».متفق عليه.

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।” [বুখারী ও মুসলিম]

৫. অন্যের কথা সুন্দরভাবে শুনা ও চুপ থাকা:

নবী [ﷺ] কখনো কারো কথা না শুনে মধ্যখানে কেটে দিতেন না। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত কথকের কথা বলা বন্ধ না হত ততক্ষণ

তিনি কথা বলতেন না। অন্যের কথা পূর্ণভাবে শ্রবণ করা এক প্রকার জাদু। আতা (রহ:) বলেন: মানুষ আমার সঙ্গে কথা বললে আমি চুপ করে শ্রবণ করি যেন আমি উহা শুনি নাই। অথচ আমি উহা তার জন্মের পূর্বেই শুনেছি।

৬. বাহ্যিক দৃশ্য ও পোশাক-পরিচ্ছেদ সুন্দর হওয়া:

নবী [ﷺ] বলেছেন:

« إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ». رواه مسلم.

"আল্লাহ তা'য়ালা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।" [মুসলিম]

উমার ফরুক [رضي الله عنه] বলেন: আমার নিকট ঐ এবাদতকারী যুবক পছন্দ যার পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিস্কার-পরিছন্ন ও সুগন্ধ-সুরভিত। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ:)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ (রহ:) বলেন: আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলের চেয়ে বেশি পরিস্কার-পরিছন্ন পোশাক ও চকচকে এবং ধবধবে সাদা কাপড় কারো দেখেনি। তিনি নিজের শরীর ও মোচ, মাথার চুল ও শরীরের অন্যান্য স্থানের চরমভাবে যত্ন নিতেন।

৭. সামাজিক কল্যাণকর কাজের অঞ্জাম দেওয়া ও মানুষের প্রয়োজন মিটানো:

আল্লাহর বাণী:

[z || } ~ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ Z البقرة: ١٩٥

"তোমরা অনুগ্রহ কর; নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের পছন্দ করেন।" [সূরা বাকারা:১৯৫]

নবী [ﷺ] বলেছেন:

« أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ».

"আল্লাহর নিকট সবচয়ে প্রিয় মানুষ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে মানুষের সর্বাধিক উপকার করে।" [হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে' হা: নং ১৭৬] এ ব্যাপারে নবী [ﷺ]-এর বহু ঘটনা ও অবস্থান প্রমাণ।

৮. সম্পদ ব্যয় করা:

অনেক মানুষের অন্তরের চাবি হলো সম্পদ। নবী [ﷺ] বলেছেন:

« إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ». متفق عليه.

"আমি একজন মানুষকে দেই কিন্তু অন্যরা তার চেয়ে আমার নিকট বেশি প্রিয়; এ ভয়ে যে, তাকে আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" [বুখারী ও মুসলিম]

আর এ জন্যেই জাকাতের অর্থ ব্যয়ের একটি বিশেষ খাত চিত্ত আকর্ষণ যা এরই অন্তর্ভুক্ত।

৯. অন্যদের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখা এবং তাদের জন্য ওজর পেশ করা:

মানুষের অন্তরে প্রবেশের জন্য এরচেয়ে সহজ ও উত্তম পন্থা আর নেই। দা'য়ীর আশে পাশে যারা আছে তাদের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখবেন এবং খারাপ ধারণা থেকে দূরে থাকবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ:) বলেন: মুমিন ব্যক্তি তার ভাইদের ওজর তালাশ করেন আর মুনাফেক তালাশ করে ভুল-ত্রুটি।

১০. অন্যদের জন্য ভালবাসা ও বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা প্রকাশ করা:

ভালবাসার খবর প্রদান করা এমন একটি তীর যারা দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করা ও মানুষকে আয়ত্ব করা সহজ হয়ে যায়।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ جَالِسٌ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا فِي اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَخْبَرْتَهُ بِذَلِكَ ؟» قَالَ: لَا قَالَ: « قُمْ فَأَخْبِرْهُ تَثْبُتْ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا». فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ أَوْ قَالَ أُحِبُّكَ لِلَّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي فِيهِ.
رواه أبوداود.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেছিল। আর নবী [ﷺ]-এর নিকট একজন মানুষ বসে ছিল। লোকটি বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমি এ লোকটিকে ভালোবাসি। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "তাকে কি এ খবর দিয়েছ?" লোকটি বলল: না, তিনি [ﷺ] বললেন: "যাও তাকে খবর দাও; ইহা তোমাদের দুইজনের মাঝে মহব্বত দৃঢ় করবে।" তখন সে ব্যক্তি লোকটির কাছে গিয়ে খবর দিয়ে বলল: আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি। লোকটি বলল: তুমি যে জন্য আমাকে ভালবাস আল্লাহ যেন সে জন্য তোমাকে ভালবাসেন। [হাদীসটি হাসান, সহীহ সুনানে আবু দাউদ হা: নং ৫৪৩]
অন্য এক মুরসাল বর্ণনায় মুজাহিদ থেকে উল্লেখ হয়েছে:

« إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فِي اللهِ فَلْيَعْلَمْهُ فَإِنَّهُ أَبْقَى فِي الأُلْفَةِ وَأَثْبَتُ فِي الْمُــوَدَّةِ ».

"যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসে সে যেন তাকে তা জানিয়ে দেয়; কারণ ইহা অন্তরঙ্গতায় গভীরতা সৃষ্টি করে এবং বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করে।"
[হাসান, সহীহুল জামে' হাঃ নং ২৮০]

তবে শর্ত হলো আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা হতে হবে, কোন মাজহাব বা দল কিংবা বিশেষ কোন তরীকার ভিত্তিতে যেন না হয়। আর বেশি বেশি সালাম দেওয়া ভালবাসা সৃষ্টির একটি উত্তম পন্থা যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

১১. কোমল আচরণঃ

তোষামোদ ও মোসাহেবি নয়। নবী [ﷺ] একজন খারাপ মানুষ দেখে বললেনঃ লোকটি খারাপ। কিন্তু যখন লোকটি তাঁর [ﷺ]-এর নিকটে আসল তখন তার সাথে কোমল আচারণ করলেন।---------" [বুখারী]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেনঃ কোমল আচরণ ও খোশামোদ -মোসাহেবির মাঝে পার্থক্য হলোঃ কোমল আচরণ হচ্ছেঃ দ্বীন অথবা দুনিয়া কিংবা উভয়টা ঠিক করার জন্য দুনিয়ার কিছু ব্যয় করা যা জায়েজ বরং কখনো উত্তম হতে পারে। আর খোশামোদ-মোসাহেবি হচ্ছেঃ দুনিয়া ঠিক করার জন্য দ্বীনকে ত্যাগ করা যা শরিয়তে হারাম।

দা'য়ী-আহ্বানকারীদের প্রকার

নবী [ﷺ] এক শ্রেণীর আহ্বানকরীদের সম্পর্কে উম্মতকে হুশিয়ারী করে গেছেন।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ:« قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ:« نَعَمْ ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ:« تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ:« فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ».

متفق عليه.

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে মানুষ কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। আর অকল্যাণ আমাকে পেয়ে বসবে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করতাম অনিষ্ট-অকল্যাণ সম্পর্কে। আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহেলিয়াত ও অনিষ্টকর যুগে ছিলাম। আল্লাহ আমাদেরকে

দ্বীন ইসলামের কল্যাণে এনেছেন। আচ্ছা এ মঙ্গলের পর আবারও কি অমঙ্গল আসবে? তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, আমি বললাম: আচ্ছা এ অনিষ্টর পর আবারও কি কল্যাণ আসবে? তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, কিন্তু তাতে ধোঁয়া থাকবে। আমি বললাম: ধোঁয়া আবার কি? তিনি [ﷺ] বললেন: ধোঁয়া হলো, এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার হেদায়েত পরিহার করে অন্যদের হেদায়েত গ্রহণ করবে। তাদের মাঝে কিছু ভাল পাবে আবার কিছু মন্দও দেখবে। আমি বললাম: আচ্ছা এ ধোঁয়া মিশ্রিত কল্যাণের পর কি আর কোন অনিষ্ট আসবে? তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর দ্বীনের পথে এক শ্রেণীর আহ্বানকারী, যারা জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে জান্নাতের নামে আহ্বান করবে। তাদের ডাকে যারা সাড়া দিবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তিনি [ﷺ] বললেন: তারা আমাদের জাতির মানুষ। তারা আমাদের (দ্বীনের) ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম: যদি সে আবস্থা আমাকে পেয়ে বসে তাহলে কি নির্দেশ করেন। তিনি [ﷺ] বললেন: সম্মিলিত মুসলমানদের জামাত ও ইমামের (আমীরের) সঙ্গে থাকবে। আমি বললাম: যদি সম্মিলিত মুসলমানদের কোন জামাত ও ইমাম না থাকে তবে কি করব? তিনি [ﷺ] বললেন: ঐ সমস্ত দল ত্যাগ করে একাকী থাকবে; যদিও গাছের শিকড় দাঁত দ্বারা কামড়িয়ে ধরে হোক না কেন। আর এভাবে মৃত্যু আসা পর্যন্ত থাকবে।” [বুখারী ও মুসলিম]

নবী [ﷺ] আরো বলেন:

« وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ ». رواه أبوداود.

"আমি আমার উম্মতের উপর ভ্রষ্ট ইমামদের থেকে ভয় করি।" [সহীহ সুনানে আবু দাঊদ–আলবানী হা: নং ৪২৫২]

জিয়াদ ইবনে হুদাই বলেন: আমাকে উমার ফারুক [رضي الله عنه] বলেন: ইসলাম কি দ্বারা বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয় জান? আমি বললাম: না, তিনি বললেন: ইসলাম ধ্বংস হয় আলেমদের পদস্খলন এবং কুরআন নিয়ে মুনাফেকদের ঝগড়া ও ভ্রষ্ট ইমামদের ফতোয়া ও হুকুম দ্বারা।" [দারেমী-শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহ বলেছেন, মেশকাত হা: ২৬৯]

একটি দেশের দ্বীনের কল্যাণ বির্ভর করে সে দেশের আলেম সমাজের রব্বানী আলেম হওয়ার উপর। আর দুনিয়ার কল্যাণ নির্ভর করে সে দেশের শাসকগোষ্ঠীর সৎ ও নেক হওয়ার উপর। যে দেশের আলেম সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে সে দেশের দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শাসকরা নষ্ট হলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে পড়বে। এবার মুসলিম দেশেগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখুন সঠিক জবাব পেয়ে যাবেন।

১. পেট ও পকেটের আহবানকারী:

যাদের চিন্তা-ভাবনা একমাত্র পেট পূর্ণ করা এবং পকেটে যে কোন পন্থায় টাকা-পয়সা ভর্তি করা। পেট ভরে খাওয়া ও পকেটে টাকা হলেই তাদের আর কোন চিন্তা-ভাবনা থাকে না।

২. তরীকত ও হকিকতপন্থী আহবানকারী:

এদের মুরিদরা তাদের বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা কেরামত বয়ান করে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে থাকে। হুজুর সাহেবদের নামের আগে-পরে সত্য-মিথ্যা এক মিটার লকব তথা টাইটেল-উপাধি লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে থাকে। এরা

বাতেনী ও মা'রেফতী জ্ঞানের দাবীদার সেজে নিজেদের মতলব হাসিলের জন্য ইচ্ছামত কুরআনের অপব্যাখ্যা এবং দুর্বল ও জাল হাদীস বর্ণনা করে থাকে। নিজেদের স্বপ্নে কিংবা জঙ্গলে পাওয়া বা বানানো সর্ট ও হর্ট তরীকার ধর্মের নামে জমজমাট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। যে ব্যবসার লাগে না পুঁজি, লাগে না কোন প্রকার টেক্স বা লাইসেন্স এবং নাই কোন চাঁদাবাজদের চাঁদার ঝামেলা।

৩. বিভিন্ন দল ও ফের্কার দলীয় আহবানকারীঃ

এদেরকে দলের পক্ষ থেকে এত হাইলেট-বড় করে দেখানো হয় যদিও তারা বাস্তবে ততোটা না। এদের নামের আগে-পরে বড় বড় টাইটেল-উপাধি লাগিয়ে নিজের দলের ভক্তরা তাদের নাম প্রচার ও প্রসার করে থাকেন।

৪. সাধারন জনগণের আহবানকারীঃ

যারা জনসাধারণের মন জয় করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। মানুষ কি চায় সে মোতাবেক তারা ওয়াজ-নসিহত করেন ও ফতোয়া দেন। খ্যাতি ও প্রসিদ্ধতা এবং বাহবা অর্জনের জন্য যা করা দরকার তাই তারা করে থাকেন। আর তাতে শরিয়তের বাধা-নিষেধের কোন তোয়াক্কা করেন না।

৫. সরকার বাহাদুরের ভাড়াটিয়া আহবানকারীঃ

সরকার যখন যেমন বলতে, চলতে ও করতে বলেন ঠিক তেমনিই তারা জি-হুজুর জি-জাহাপনা করে থাকেন। নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ঠিক থাকলে যেমন ফতোয়া ও বয়ান প্রয়োজন তেমনি ব্যবস্থা করে দিবেন।

৬. রাব্বানী ওলামা কেরাম দা'য়ী-আহবানকারীঃ

আল্লাহ ওয়ালা ওলামা কেরাম যাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত সিলেবাসের আহ্বানকারী। এঁরাই হলেন নবী-রসূলগণের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। তাঁরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, গাড়ি-বাড়ি ও পদ-গদি এবং রাজনৈকিত বা অর্থনৈতিক সার্থ বা কি পেলেন আর কি পেলেন না তার প্রতি কখনো তোয়াক্কা করেন না। এঁদের সম্পর্কে নবী [ﷺ] বলেনঃ

« لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ». رواه مسلم.

"আমার উম্মতের কতিপয় লোক সত্যের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এভাবে তারা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে তাতে অসম্মানকারীরা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" [মুসলিম]

এঁদের জন্য বিশেষ কোন একটি জামাত বা দল কিংবা মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি নয়। বরং যাঁদের সিলেবাস, আদর্শ ও আমল-আখলাক সবকিছু হবে নবী [ﷺ] ও সাহাবা কেরামের এবং ইমামদের মত হুবহু। যাঁরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠ থাকবেন যদিও একজন হয় না কেন।

দা'ওয়াতের প্রকার

১. শিয়া-রাফেযীদের ইমামত প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াত।
২. প্রচলিত সূফীদের বেলায়াত প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াত।

৩. আধুনিক ইসলামি চিন্তাবিদদের হুকুমত তথা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াত।
৪. বিভিন্ন দলীয় ও নিজস্ব চিন্তাধারা ও মতবাদের দা'ওয়াত।
৫. ফাজায়েল ও উত্তম চরিত্র প্রচারের দা'ওয়াত।
৬. নবী-রসূলগণের রাব্বানী পন্থায় সর্বপ্রকার তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং সর্বপ্রকার শিরক উৎখাতের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূর্ণ দ্বীন কায়েমের দা'ওয়াত। আর ইহাই হলো নবী-রসূলগণের একমাত্র দা'ওয়াত।

জরুরি কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নবী-রসূলগণের দা'ওয়াত ও তাবলীগ করার জন্য কিছু জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। যেমন:

১. তাওহীদের উপরে উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা:

উম্মতের ঐক্যের জন্য প্রয়োজন তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যমত হওয়া। তাওহীদই হচ্ছে উম্মতের ঐক্য ও আকীদাহ বিশুদ্ধকরণ এবং ঈমান শক্তিশালী করার শক্তিশালী মূল বুনিয়াদ।

২. প্রথমে সংশোধন এরপর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:

এর ফলে সঠিক ও বিশুদ্ধ ইসলাম শিখানো সম্ভব হবে; কারণ বর্তমানে সঠিক ইসলাম বিকৃত। বাতিল দা'ওয়াত ও বিভিন্ন দলগুলো এবং সাধারণ মুসলমানরা ইসলামের সুন্দর ভাবমূর্তির দুর্নাম করে ফেলেছে। ইসলামের নামে বাতিল দলগুলো তাদের আওয়াজ উঁচু করে বসেছে এবং বিকৃত সিলেবাসগুলো দ্বারা অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে। যার কারণে সাধারণ মানুষ তাদের ফেৎনায় পর্যবসিত হচ্ছে। অতএব, সঠিক ও বিশুদ্ধ ইসলামকে

এবং নবী [ﷺ] ও তাঁর সাহাবাদের আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের সিলেবাস ও পদ্ধতি বুঝা ও জানা বর্তমানে অত্যন্ত জরুরি। এক কথায় দ্বীনের মাঝে যেসব আগাছা-কুগাছা স্থান দখল করে জেঁকে বসেছে প্রথমে সেগুলো পূর্ণভাবে পরিস্কার করার পর পিয়র দ্বীনের শিক্ষা দিতে হবে।

৩. ঘর ও বাহিরের শত্রুদের নির্দিষ্ট ও চিহ্নিতকরণ:

দুশমনদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার চিচিংফাঁক করা এবং মুসলিমদেরকে তাদের চক্রান্ত ও কুপ্রত্যাশা থেকে সাবধান করা জরুরি। আর ইসলামের নামে ও লেবাসে বক্র, বিকৃত ও ভ্রষ্ট দলের কার্যক্রম যা মুসলিম উম্মতের বুনিয়াদ ধ্বংসের জন্য কুঠারাঘাত স্বরূপ তা থেকে সতর্ক করা খুবই প্রয়োজন।

৪. উম্মতের হকপন্থী উলামাদের সত্যের উপর ঐক্যমত:

উলামাগণই হচ্ছেন সমাধান ও সম্পাদন করার পূর্ণ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের নেতৃবর্গ। আর ইহা ইসলামের স্বর্ণ যুগে তার প্রমাণ করেছেন এবং তাঁদের উত্তরসুরি সালাফী দাওয়াতের উলামাগণ। তাঁদের জরুরি প্রতি বছর কমপক্ষে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করা। আর ইহা খানাপিনার জন্য নয় বরং পূর্ণ এক বছরের পরিকল্পনা ও অসিয়ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। কে, কখন ও কিভাবে এবং কি দ্বারা কাজ করবে সে ব্যাপারে পরামর্শের ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে পাশ করবেন। আর প্রবাহমান জটিল সমস্যাদি যা উম্মতের প্রয়োজন সে ব্যাপারে কি ধরণের তাদের অবস্থান হওয়া উচিত সে ব্যাপারেও ফয়সালা করবেন।

দা'ওয়াতের রোকনসমূহ

দা'ওয়াতের চারটি রোকন রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে একজন দ্বীনের দা'য়ীকে বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করা জরুরি। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে রোকনসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো।

দা'ওয়াতের রোকন চারটি

বিষয় (ইসলাম)

দা'য়ী (আহবানকারী)

মাদ'উ (আহবানকৃত ব্যক্তি)

মাধ্যম ও পদ্ধতি

প্রথম রোকন
বিষয় (ইসলাম)

দ্বীনের দা'য়ী যার দিকে মানুষকে দা'ওয়াত করবেন তা হচ্ছে "দ্বীন ইসলাম"। ইসলাম একমাত্র আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[H I J K d Z آل عمران: ١٩

"আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।" [সূরা আলে ইমরান:১৯]
আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

L K J I H G F E D C B A @ ? [

Z آل عمران: ٨٥

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"
[সূরা আল-ইমরান: ৮৫]

2 ইসলামই হলো একমাত্র আল্লাহর রাস্তা সেরাতে মুস্তাকীম। ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর দিকে দা'ওয়াত করা চলবে না। চাই তা কোন মাজহাব হোক বা রাই-কিয়াস-ইজতেহাদ হোক কিংবা বিশেষ কোন তরীকা হোক অথবা দল বা সংগঠন বা জামাত কিংবা ফের্কা হোক।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[v w x y z { | ~ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن © عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ Z النحل: ١٢٥

"আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পলনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।" [সূরা নাহল:১২৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[7 8 9 : ; < = > ? @ A

B C D Z الفاتحة: ٦ – ٧

"আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যারা গজবপ্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট।" [সূরা ফাতেহা:৬-৭]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[Q R S U V W X Y Z القصص: ٨٧

"আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" [সূরা কাসা:৮৭]

৪. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

a ` _ ^] [Z Y X W U T S R Q P [

يوسف: ١٠٨ Z c b

"বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই—আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা ইউসুফ:১০৮]

- দা'ওয়াত ইলাল্লাহ অর্থ আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান। আল্লাহর দ্বীন, সেরাতে মুস্তাকীম ও শরিয়তে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার জন্য দা'ওয়াত।
- ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ: পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।
- ইসলামের পরিভাষায় ইসলাম অর্থ: এবাদতের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং সর্বপ্রকার শির্ক ও মুশরিক থেকে মুক্ত থাকা।
- ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সহীহ হাদীস। এ ছাড়া প্রয়োজনে সমস্ত উম্মতের আলেমগণের ইজমা' ও বিশুদ্ধ কিয়াস বাতিল কিয়াস নয়।
- দা'ওয়াতের বিষয় ইসলাম অথাৎ মানুষকে প্রতিটি কল্যাণের প্রতি আহ্বান ও তার প্রতি উৎসাহিত করা এবং সর্বপ্রকার অনিষ্টকর জিনিস থেকে সতর্ক ও তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা।
- দ্বীন ইসলামের হকিকত হলো: একমাত্র আল্লাহর জন্য নবী [ﷺ]-এর বিশুদ্ধ সুন্নতী পন্থায় এবাদত করা, যাঁর কোন শরিক নেই। আর আল্লাহ ছাড়া যত কিছুর এবাদত করা হয় তা প্রত্যাখ্যান করা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধসমূহকে অবনত মস্ত কে মেনে নেওয়া। আর এ জন্যই জিন ও মানুষ জাতির সৃষ্টি।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Q P O N M L K J I H G F E D C [

Z الذاريات: ٥٦ – ٥٨ [Z Y X W V U T S R

"আমার এবাদত করার জন্যই জিন ও মানব জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাইনা এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।" [সূরা যারিয়াত:৫৬-৫৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي © رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَٰلِكَ

أُمِرْتُ ´ µ ¶ ¸ Z الأنعام: ١٦٢ – ١٦٣

"বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব–প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন শরিক নেই। আমি তারই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।"
[সূরা আন'আম:১৬২-১৬৩]

3 দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ একটি জীবন বিধান।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

U T S R Q P O N M L K [

c Z المائدة: ٣

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"
[সূরা মায়েদা:৩]

3 দ্বীন ইসলাম কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে সংরক্ষিত যার দায়িত্ব স্বয়ং মহান আল্লাহ গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[g h i j k l m n Z الحجر: ٩

"আমি স্বয়ং এ অহি নাজিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" [সূরা হিজর: ৯]

3 ইসলামের বিধানসমূহ বিস্তারিত। ইহা পাঁচ প্রকার: ফরজ, মুস্তাহাব, জায়েজ, হারাম ও মকরুহ। ইসলামের যে কোন আমল বা আকিদা এ পাঁচ প্রকারের মধ্যের যে কোন এক প্রকরের হবে এর বাইরে হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[? @ A B C D E F G H

I Z النحل: ٨٩

"আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাজিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্যে সুসংবাদ।" সূরা নাহল:৮৯]

3 দ্বীন ইসলাম সবযুগে সবার জন্যে প্রযোজ্য।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[u v w x y z { | } ~ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ Z سبأ: ٢٨

"আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" [সূরা সাবা:২৮]

3 দা'য়ী পরিপূর্ণ দ্বীনের দিকে দা'ওয়াত করবে। এক দিক ছেড়ে অন্য দিকে আহ্বান করবেন না। আকিদার দিকে ডাকবে আর আহকাম ও আমল ছেড়ে দিবেন কিংবা আহকাম ও আমল নিবেন আকিদা ছেড়ে দিবেন তা চলবে না।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[} ~ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ

ٱلشَّيْطَٰنِ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ Z البقرة: ٢٠٨

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না–নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা বাকারা:২০৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

R Q P O N L K J I H [

b a ` _ ^] \ [Z X W V U T S

البقرة: ٨٥ Z f e d c

"তোমরা কি গ্রন্থের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। আর কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।" [সূরা বাকারা:৮৫]

3 ইসলামের রোকন পাঁচটি:

১. দু'টি সাক্ষ্য প্রদান করা যে: (ক) আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্-উপাস্য নেই ও (খ) মুহাম্মদ [ﷺ] আল্লাহর রসূল।
২. সালাত (নামাজ) কায়েম করা।
৩. জাকাত আদায় করা।
৪. রমজান মাসের সিয়াম (রোজা) রাখা।
৫. সামর্থ্যবান ব্যক্তির আল্লাহর ঘরের হজ্ব করা।

3 দ্বীন ইসলামের কিছু বৈশিষ্ট্য:

১. ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।
২. মানব জীবনের সকল নিয়ম-নীতি ও চলার পথের এক পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যা দয়া ইনসাফ ও বদান্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নিয়ম-নীতির মধ্যে যেমন:

(ক) চারিত্রিক তথা ব্যক্তিগত জীবনের নিয়ম কানুন।
(খ) সামাজিক নিয়ম-নীতি।
(গ) রাষ্ট্রিয় বিধান।
(ঘ) অর্থ নীতির বিধান।
(ঙ) ফতোয়ার নীতিমালা।
(চ) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নিয়ম মালা।
(ছ) বিচার বিভাগের আইন।
(জ) জিহাদ ও যুদ্ধের নিয়ম-নীতি।

৩. সকল যুগ ও সকল সময়ের মানব জাতির জন্য প্রযোজ্য।

আল্লাহ আ'য়ালা এরশাদ করেন:

[r s t u v w x y µ Z الأعراف: ١٥٨

"বলুন! হে মানব সমাজ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য রসূল।" [সূরা আ'রাফ: ১৫৮]

৪. দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা।
৫. সম্ভবপর মানবতার পূর্ণ সোপানে পৌঁছার জন্য উৎসাহ প্রদান।
৬. সর্বব্যাপারে যেমন: আকায়েদ, এবাদত ও নিয়ম-নীতিতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।
৭. মানব জাতির সর্বপ্রকার কল্যাণকর কাজ প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর কাজের উৎখাত করা।
৮. সহজ ও মহানুভবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।
৯. সর্বপ্রকার জটিলতা ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া।
১০. অঙ্গীকার ও চুক্তির সংরক্ষণ ও মানবীয় অধিকারগুলোর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা।

নোট: ইসলামী শরীয়ত তিনটি কল্যাণের প্রতি প্রতিষ্ঠিত:

(ক) ছয়টি জিনিষ হতে বিপর্যয় ও অকল্যাণকর বিষয়াদি দূর করা আর তা হলো: দ্বীন, জীবন, বিবেক, বংশ, ইজ্জৎ-আবরু ও সম্পদ।

(খ) সকল ময়দানে সর্বপ্রকার কল্যাণের দরজা উন্মুক্তকরণ এবং সর্বপ্রকার অনিষ্টকর জিনিসের দরজাসমূহ বন্ধকরণ।

(গ) উত্তম চরিত্র ও মহান আদর্শ এবং সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পথ চলা।

¿ দা'যী দা'ওয়াতের গুরুত্ব বুঝে বিষয়াদির নির্বাচন করবেন। নিম্নে তার কিছু বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. সর্বপ্রথম তাওহীদের দা'ওয়াত করবেন। শাহাদাতাইন তথা দু'টি সাক্ষ্যর অর্থ, গুরুত্ব, চাহিদা, রোকনসমূহ, শর্তসমূহ,

তার ধ্বংসকারী জিনিসগুলোর বর্ণনা দেয়া। ইহা ইসলামের মূল ভিত্তি।

২. তাওহীদের প্রকারসমূহ, তার গুরুত্ব এবং মানুষকে তার প্রতি উৎসাহিত করবেন ও এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বারোপ করবেন।

৩. ছোট-বড় সকল প্রকার শিরক থেকে সতর্ককরণ; কারণ শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম ও জঘন্য পাপ। শিরকের প্রকার ও মাধ্যমগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা।

৪. আল্লাহর পরিপূর্ণ নাম ও গুণসমূহের গুরুত্ব এবং তাওহীদে আসমা ওয়াসসিফাতের বর্ণনা দেয়া।

৫. বিস্তারিতভাবে ঈমান, ইসলাম ও এহসানের রোকানসমূহ বর্ণনা করা।

৬. কবিরা গুনাহসমূহ থেকে মানুষকে সতর্ক করা এবং সর্বপ্রকার ফরজ-ওয়াজিবসমূহের প্রতি উৎসাহিত করা।

৭. সর্বপ্রকার এবাদতের উপর উৎসাহিত করা এবং সকল প্রকার গুনাহ তথা গর্হিত, অশ্লীল, নোংরা ও বেহায়াপনা কার্যাদি থেকে বারণ করা।

৮ দা'য়ী দা'ওয়াতের বিষয় মাদ'উদের অবস্থার আলোকে নিধারণ করবেন; কারণ যে বিষয় কোন এক গ্রুপের জন্য প্রযোজ্য তা অন্য গ্রুপের জন্য উপযুক্ত নয়। আর বিষয় উপস্থাপনার সময় নিম্নের ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

১. প্রতিটি জিনিসের আসল হলো মুবাহ্ তথা বৈধ ও জায়েয।

২. প্রতিটি ইবাদতের মূল হলো নিষেধ এবং কুরআন ও সহীহ-বিশুদ্ধ হাদীসের দলিল প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকা।

৩. একত্রে অনেকগুলো উপকার থাকলে সবচেয়ে যার মধ্যে বেশি উপকার তা প্রথমে করা।
৪. একই সাথে অনেকগুলো ক্ষতিকর জিনিস সামনে আসলে তার মধ্যে সবচেয়ে কম ক্ষতিকর জিনিসটিকে প্রাধান্য দেয়া।
৫. বিপর্যয় ও ক্ষতিকর জিনিসকে দূরীকরণ সর্বদা কোন উপকার অর্জনের পূর্বে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় রোকন
দা'য়ী (দা'ওয়াতকারী)
দা'য়ীর পরিচয়

- **দ্বীন ইসলামের সর্বপ্রথম দা'য়ী মুহাম্মদ [ﷺ]।**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[| | } ~ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ © فَٱهْجُرْ ﴿٥﴾

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ﴿٧﴾ Z المدثر: ١ – ٧

“হে চাদরাবৃতকারী! উঠুন, সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সবর করুন।” [সূরা মুদ্দাসসির:১-৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z Y X W V U T S R Q P O [

الشعراء: ٢١٤ – ٢١٥

“আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। আর অপনার অনুসারী মমিনদের প্রতি সদয় হোন।” [সূরা শু'আরা:২১৪-২১৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[. / 0 1 2 3 4 Z الحجر: ٩٤

“অতএব, আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।” [সূরা হিজর:৯৪]

৪.আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

6 5 4 3 2 1 0 / . - , + [

الأحزاب: ٤٥ - ٤٦ Z 9 8 7

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। আর আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"
[সূরা আহজাব:৪৫-৪৬]

৫. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

الحج: ٦٧ Z ^] \ [Z X W V [

"আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহবান করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই আছেন।" [সূরা হাজ্ব:৬৭]

৬. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

القصص: ٨٧ Z Y X W V U S R Q [

"আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" [সূরা কাসাস:৮৭]

৭. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z V U T S R P O N M L K J I H [

الرعد: ٣٦

"বলুন, আমাকে এরূপ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহর এবাদত করি। আর তাঁর সাথে শরিক না করি। আমি তাঁর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন।"
[সূরা রা'দ:৩৬]

- **দা'ওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করা সকল নবী-রসূলগণের কাজঃ**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[Z X W V U T S R Q P O N [

\ ] ^ Z النساء: ١٦٥

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি–প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা নিসা:১৬৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

R Q P O N M L K J I H G F E [

Z c b a ` _ ^ \ [Z Y W V U T S

المائدة: ١٩

"হে আহলে–কিতাবরা! তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমন করেছেন, যিনি রসূলগণের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন–যাতে তোমরা একথা বলতে না পর যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেননি। অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান।"
[সূরা মায়েদা:১৯]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

2 1 0 / . - , + * (' & % $ # " [

المائدة: ١٠٩ Z 3

"যেদিন আল্লাহ্ সকল রসূলগণকে একত্রিত করে বলবেন: তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন: আমরা অবগত নই; আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।" [সূরা মায়েদা:১০৯]

৪. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z Y L K J I H G F E D C B A [

فصلت: ١٤

"যখন তাদের কাছে রসূলগণ এসেছিলেন সম্মুখ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ কথা বলতে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও এবাদত করো না।" [সূরা হা–মীম সেজদাহ:১৪]

- **সকল উম্মত দা'ওয়াতের কাজে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে শরিক:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

آل عمران: ١١٠ Z G 9 8

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" [সূরা আল-ইমরান: ১১০]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

j i h g e d c b a [
t r q p o n m l k
التوبة: ٧١ Z | { z y x v u

"আর মুমিন পরুষ ও মুমিনা নারী একে অপরের সহায়ক। তারা সৎকাজের নির্দেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে। এদেরই উপর আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।" [সূরা তাওবা:৭১]

- ইসলামের দা'য়ী হলো: প্রতিটি মুসলিম, বিবেকবান ও সাবালক নারী-পুরুষ, যিনি সর্বপ্রকার কল্যাণের আহ্বানকারী ও তার প্রতি উৎসাহ দানকারী এবং সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে বারণকারী ও ঘৃণা সৃষ্টিকারী।
- দা'ওয়াত কখনো এককভাবে হতে পারে আবার কখনো জামাতবদ্ধভাবে। নবী [ﷺ] মুস'আব ইবনে উমাইরকে সর্বপ্রথম দা'য়ী হিসাবে মদিনায় পাঠিয়ে ছিলেন। অনুরূপ তিনি [ﷺ] মু'আয ইবনে জাবাল ও মূসা আশ'আরী [ﷺ]কে ইয়েমেনে দা'য়ী করে প্রেরেণ করে ছিলেন। আবার বি'রে মাউনায় নবী [ﷺ] ৭০জন কারী-হাফেজ সাহাবী [ﷺ]কে কুরআন তথা দ্বীন শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন।

r p o n m l k j i h g f [
آل عمران: ١٠٤ Z u t s

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।"
[সূরা আল-ইমরান: ১০৪]

- দা'য়ী সর্বাবস্থায় এবং প্রতিটি মুহূর্তে দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাবেন।
- দা'যীর কাজ দা'ওয়াত ইলাল্লাহ করা। মানুষ তাঁর দা'ওয়াত কবুল করল কি করল না, ইহা তাঁর দেখার বিষয় নয়। দা'য়ী দা'ওয়াতের ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেবেন। তবে দা'ওয়াত গ্রহণ না করলে মনে ব্যথা অনুভব থাকতে হবে। আর ইহা দা'য়ী যে দা'ওয়াতের কাজ পছন্দ করেন তার প্রমাণ।
- দা'য়ীর কাজ হলো দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া যদিও একজন দা'ওয়াত কবুল না করে।
- মনে রাখতে হবে যে, দা'য়ীর মূল পারিশ্রমিক আল্লাহর কাছে কোন মানুষের নিকটে নয়।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ a عَلَىٰ â ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٠٩﴾ Z الشعراء: ١٠٩

"দা'ওয়াতের কাজের বিনিময় তোমাদের নিকট চাই না। বরং আমার প্রতিদান বিশ্ব জাহানের রবের নিকট।" [সূরা শু'আরা:১০৯]

দা'য়ীর প্রতিদান ও মর্যাদা

১. দা'য়ী কথা বলার দিক থেকে আল্লাহর নিকটে সর্বোত্তম ব্যক্তি:
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Y X W V U T S R Q P O N M L [

Z فصلت: ٣٣

"ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে দা'ওয়াত ইলাল্লাহ করে ও সৎআমল করে এবং বলে আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা হা–মীম সেজদাহ: ৩৩]

২. দা'য়ীর সওয়াব অধিক:
রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

« فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ». متفق عليه.

"আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা যদি একজন মানুষও হেদায়েত লাভ করে তবে উহা লাল উটের চেয়েও উত্তম।"
[বুখারী ও মুসলিম]

৩. দা'য়ীর জন্য নবী [ﷺ]-এর বিশেষ দু'য়া:

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাণী:

« نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه.

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করবেন যে আমার বাণী শুনে এবং তা প্রচার করে। কিছু ফিকাহ (দ্বীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান) বহণকারী ফকীহ (দ্বীনের সূক্ষ্ম জ্ঞানী) নয়। আর কিছু ফিকাহ বহণকারী এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়, যে তার চেয়েও অধিক ফকীহ।" [সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ্ :১/৪৫]

৪. দা'য়ীর দ্বারা হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমপরিমাণ তাঁর সওয়াব হবে:

নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِله». رواه مسلم.

"যে ব্যক্তি কোন কল্যাণের পথ প্রদর্শন করল, তার জন্য কাজটি সম্পাদনকারীর পরিমাণ সওয়াব হবে।" [মুসলিম: হা:১৮৯৩

আরো নবী [ﷺ] বলেন:

« مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا». رواه مسلم.

"যে ব্যক্তি হেদায়েতের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সওয়াব তাদের সমপরিামাণ যারা এর অনুসরণ করল। এতে কারো কোন সওয়াব কম করা হবে না।" [মুসলিম হা: ২৬৭৪]

৫. দা'য়ীর জন্য আল্লাহর রহমত ও আসমান-জমিনের সকলের দু'য়া:

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাণী:

« إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ». رواه الترمذي.

"নিশ্চয় আল্লাহ মানুষদের কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন ও তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ তার জন্য ক্ষমা চান এবং আসমান ও জমিনবাসীরা এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে ও মাছ পনিতে তার জন্য দু'য়া করে।" [সহীহ তিরমিযী হা:২১৫৯]

৬. মৃত্যুর পরেও দা'য়ীর সওয়াব জারী থাকবে:

রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

« إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ». رواه مسلم.

"মানুষ মরে গেলে তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। সদকা জারিয়া, এমন জ্ঞানদান যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় এবং সৎসন্তান-সন্ততি যে তার জন্য দু'য়া করে।" [মুসলিম হা: ১৬৩১]

দা'য়ীর মূল পুঁজি

- **প্রথমত: সূক্ষ্ম বুঝ:**

১. আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জন এবং কুরআনের অর্থ ও বিধানসমূহের গবেষণা ও সুন্নতের সঠিক বুঝের ভিত্তিতে সূক্ষ্ম বুঝ। আর এ বুঝ বেশ কিছু জিনিসের উপর কেন্দ্রীভূত যেমন:

(ক) ইসলামী আকীদা কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইজমার দলিল ভিত্তিক সঠিক সূক্ষ্ম বুঝ।

(খ) দা'য়ী তার জীবনের উদ্দেশ্য ও মানুষ সমাজে তাঁর কেন্দ্র কি তা বুঝা।

(গ) দুনিয়ার ধোঁকা হতে দূরে থেকে আখেরাতের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখা।

(ঘ) সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।

- **দ্বিতীয়ত: ফলপ্রসূ গভীর ঈমান:**

১. দা'য়ী দৃঢ় ঈমান রাখবেন যে, তিনি ইসলামের হেদায়েত পেয়েছেন এবং যার প্রতি দা'ওয়াত করছেন ইহাই একমাত্র সত্য আর বাকি সব বাতিল ও ভ্রষ্ট।

২. বর্তমানে যখন ইসলামের ঝাণ্ডা দুর্বল এবং কুফুরের ঝাণ্ডা শক্তিশালী তখন একজন দা'য়ীর জন্য মজবুত ঈমান অতীব প্রয়োজন; যাতে করে প্রতিটি অবস্থায় সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে পারেন।

৩. মজবুত ঈমানের ফলাফল এবং চাহিদা কি? নিম্নে তার বর্ণনা দেয়া হলো:

- **ভালবাসাঃ**

§ দা'য়ী তাঁর রবকে এবং রব তাঁর বান্দা দা'য়ীকে ভাল বাসবেন।

§ **রবকে ভালবাসার দাবি হলোঃ**

১. মুমিনদের প্রতি সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল হওয়া।

২. কাফেরদের প্রতি কঠোর ও শক্ত হওয়া।

৩. আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

৪. কোন নিন্দুকের নিন্দায় কর্ণপাত না করা।

৫. জীবনের প্রতিটি বিষয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর হেদায়েতের পূর্ণ অনুসরণ করা। [সূরা হাশরঃ ৭ ও সূরা অহজাবঃ ২১ দ্রষ্টব্য]

৬. সর্বদা আল্লাহর জিকিরে জিহবাকে ভিজিয়ে রাখা।

৭. নির্জনে আল্লার সঙ্গে মুনাজাত করা।

৮. আল্লাহর এবাদত করে তাতে স্বাদ-মজা পাওয়া।

৯. আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু হতে বঞ্চিত হলেও কোন আফসোস না করা।

১০. নিজের ভালবাসার জিনিসকে ত্যাগ করে আল্লাহ যা ভালবাসেন সে সমস্ত জিনিসকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

১১. আল্লাহর কোন হারামকৃত বস্তু লঙঘন করা হলে ঈর্ষায় জ্বলে উঠা।

১২. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে ভালবাসা। তাই মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা এবং ঘৃণা না করা।

- **ভয়-ভীতিঃ**

যে আল্লাহকে ভয় করে সে আল্লাহর পরিচয় পায়, আর যে আল্লাহর পরিচয় পায় সে কখনো অন্য কাউকে ভয় করে না।

- **আশা-আকাঙখাঃ**

মজবুত ঈমানের ব্যক্তি কখনো নিরাশ হয় না। বরং সর্বদা আল্লাহর প্রতি বিরাট আশা নিয়ে সামনে চলতে থাকে এবং মধ্য পথে থেমে যায় না ও পিছু পা হয় না।

তৃতীয়ত : দৃঢ় সম্পর্ক :

দা'য়ী তার রবের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক এবং প্রতিটি বিষয়ে তাঁর উপর ভরসা রাখবেন। আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র ভাল-মন্দের মালিক। আল্লাহর উপরে যে ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ ছাড়া কোন মখলুক কারো কোন লাভ-ক্ষতি করতে পারে না এ বিশ্বাস রাখা। আল্লাহ তা'য়ালা যা চান তাই হয় আর যা চাননা তা হওয়া অসম্ভব। বিপদ থেকে মুক্তির জন্য একমাত্র তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা। কথায় ও কাজে এখলাস ও সত্যতা থাকা। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি ও দু:খ-কষ্ট অন্তরে থেকে দূর করে দেয়।

দা'য়ীর গুণাবলী

দা'য়ীর গুণাবলী অর্থাৎ–ইসলামের গুণাবলি যা আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে এবং তাঁর রসূল [ﷺ] বিশুদ্ধ হাদীসে বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছেন।

Ø প্রথমত: দা'ওয়াতের কাজে পূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন:

১. জ্ঞানার্জন:

(ক) কুরআন ও সহীহ হাদীসের সঠিক জ্ঞান।

(খ) সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের নিয়ম-নীতির পূর্ণ জ্ঞান।

(গ) দা'ওয়াতের পদ্ধতি, মাধ্যম ও মাদ'উর অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান।

(ঘ) সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান।

২. নরম ও সহজ প্রকৃতির হওয়া।

৩. ধৈর্যশীল হওয়া।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন: দা'য়ীর জন্য এ তিনটি গুণের অধিকারী হওয়া জরুরি। দা'ওয়াতের পূর্বে "আমর বিল মা'রূফ ওয়ান্নাহ্‌য়ি 'আনিল মুনকার"(সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ)-এর পূর্বে জ্ঞান। এ ছাড়া দা'ওয়াতের সময় নরম ও সহজ পথ অবলম্বন করা। আর দা'ওয়াতের পরে ধৈর্যধারণ করা।

[আল-হিসবা ফিল ইসলাম–ইবনে তাইমিয়া: পৃ-৪৮ মাজমু'য়া ফাতাওয়া–ইবনে তাইমিয়া: ২৮/১৬৭]

৪. এখলাস।

৫. কথায়-কাজে মিল।

Ø দ্বিতীয়তঃ দা'ওয়াতের কর্মতৎপরতা প্রাণবন্ত হওয়ার জন্য যে সকল গুণাবলির প্রয়োজনঃ

১. মজবুত ঈমান।
২. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ মহব্বত।
৩. আল্লাহর নিকটে যা আছে তা অর্জনের প্রতি উৎসাহ।
৪. আল্লাহর জন্য রাগ ও ঈর্ষান্বিত হওয়া নিজের জন্য নয়।
৫. মজবুত একিন ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাবান হওয়া।
৬. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নির্দেশের বিপরীত কিছু করার ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকা।
৭. মানুষের হেদায়েতের জন্য আগ্রহী হওয়া।
৮. কল্যাণকর কাজ করার প্রতি উৎসাহিত হওয়া।
৯. 'হুসনুল খাতেমা' তথা শেষ ভালর প্রতি সর্বদা আগ্রহী থাকা।

Ø তৃতীয়তঃ দৃঢ় সঙ্কল্প ও অটল সিদ্ধান্তর জন্য যে সকল গুণাবলির প্রয়োজনঃ

১. বিপদ-আপদ বরদাস্ত ও সহ্য করার ক্ষমতা।
২. মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা।
৩. কল্যাণকর কার্যাদির সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই তার সুযোগ গ্রহণ করা।
৪. দৈহিক ও মানসিক শক্তিশালী হওয়া।
৫. কাজে সুদক্ষ হওয়া।
৬. পূত-পবিত্র ও আত্মিত শক্তিশালী হওয়া।
৭. প্রয়োজন ও মঙ্গলের জন্য কঠিন হওয়া।

৮. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য হেকমতের সীমায় থেকে রাগ করা।

Ø চতুর্থতঃ সাধারণ কিছু উত্তম চরিত্র ও গুণাবলি যা দা'য়ীর জন্য খুবই প্রয়োজনঃ

১. ওয়াদা পূরণ ও আমানতদারী থাকা।
২. অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া।
৩. বিচক্ষণতা ও বিরত্ব ।
৪. প্রশংসনীয় লজ্জা।
৫. আত্মসম্মান বোধ।
৬. পূর্ণ দৃঢ়তা ও উচ্চাকাংখা ও দূরদর্শিতা।
৭. সময় ও নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।
৮. সত্যবাদিতা।
৯. দয়াপরশ।
১০. বিনয়ী ও নম্র-ভদ্রতা।
১১. ইনসাফ।
১২. অন্যের প্রতি এহসান।
১৩. তাকওয়া তথা দ্বীনের আদেশ পালন ও নিষেধ ত্যাগ।
১৪. ক্ষমা ও মার্জনা।
১৫. ধীরস্থিরতা।
১৬. আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া।
১৭. দানশীলতা ও বদান্যতা।
১৮. সহনশীলতা।

কিছু গুণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

(ক) জ্ঞানার্জন:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

a ` _ ^] [Z Y X W U T S R Q P [

يوسف: ١٠٨ Z c b

"বলুন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দা'ওয়াত দেই-আমি এবং আমার অনুসারীরা। আর আল্লাহ মহা পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"
[সূরা ইউসুফ:১০৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ ~ | { z y x w v [

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن © عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ Z النحل: ١٢٥

"আপনার প্রতিপালকের পথের প্রতি দা'ওয়াত করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় অপানার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন যে, তাঁর পথ থেকে কে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে যারা হেদায়েত লাভ করেছে।" [সূরা নাহ্ল:১২৫]

৩. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ** ». رواه ابن ماجه.

"জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুলিমের প্রতি ফরজ।" [ইবনে মাজাহ, হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে'—আলবানী, হা: নং ৩৯১৪

[2] কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞানার্জন করাই হলো আসল জ্ঞান। কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যা সকল কল্যাণের মূল। কুরআন প্রত্যেক কল্যাণের শিক্ষক ও হেদায়েত দানকারী।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / [

الإسراء: ٩ Z ? > = <

"এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাবিধ সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহাপুরস্কার রয়েছে।" [সূরার বনী ইসরাঈল:৯]

এ ছাড়া সহীহ বুখারী শরীফ, সহীহ মুসলিম শরীফ ও সুনান গ্রন্থসমূহ যেমন: আবু দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ সালাফে সালেহীনদের বুঝে ভাল করে অধ্যায়ন করবে।

(খ) কথায় কাজে মিল:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

x w v u t s r qp o n m l k [

الصف: ٢ – ٣ Z } | { z y

"মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।" [সূরা সফ:২-৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z ~ } | { z y x w v u t [
البقرة: ٤٤

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? [সূরা বাকারা:88]

৩. নবী [ﷺ] বলেন:

« يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِه، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ». متفق عليه.

"কিয়ামতের দিন একজন মানুষকে নিয়ে এসে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তার পেটের নাড়ীভুঁড়ি ঝুলে পড়বে এবং সে তা নিয়ে গাধা যেমন জাঁতাকল নিয়ে ঘুরে সেরূপ ঘুরতে থাকবে। অত:পর তার নিকটে জাহান্নামবাসীরা জমায়েত হবে। এরপর বলবে: হে অমুক! আপনার কি হয়েছে, আপনি কি আমাদেরকে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হাঁ, আমি সৎকর্মের আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে তা করতাম না এবং অসৎকর্মের নিষেধ করতাম কিন্তু নিজেই তা করতাম।"
[বুখারী ও মুসলিম]

(গ) সত্যবাদিতা:

সত্যতা যা বাস্তবের সাথে মিল রয়েছে তাকে বলা হয়। ইহা ইচ্ছা, কথা ও কর্মে হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। সত্যবাদী

দা'য়ীর সত্যতা তার চেহারায় এবং কথায় ফুটে উঠে। আল্লাহ সত্যবাদীদের সাথে থাকতে বলেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[B C D E F G H I J Z التوبة: ١١٩

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" [সূরা তাওবাহ:১১৯]

২. নবী [ﷺ] বলেন:

« عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا». رواه مسلم.

"তোমাদের প্রতি সত্যকে জরুরি করে নাও; নিশ্চয় সত্য কল্যাণের পথ দেখায়। আর কল্যাণ জান্নাতের পথ দেখায়। একজন মানুষ সর্বদা সত্য বলে এবং সত্য বলার চেষ্টা করে। এমনকি আল্লাহর কাছে তার নাম মহাসত্যবাদী বলে লিখিত হয়।" [মুসলিম]

(ঘ) ধৈর্যধারণ:

ধৈর্যধারণ ইসলামের একটি ফরজ কাজ ও এবাদত। ইহা ঈমানের অর্ধেক। কুরআনুল কারীমে ধৈর্যের ব্যাপারে ৮০ বারের অধিক নির্দেশ করা হয়েছে। ধৈর্যধারণ তিন প্রকার যথা:

(১) সৎকর্ম করতে ধৈর্যধারণ করা।

(২) অসৎকর্ম ত্যাগ করতে ধৈর্যধারণ করা।

(৩) বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতে ধৈর্যধারণ করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

, + *) (' & % $ # " ! [

٣ – ١ :العصر Z 1 0 / . -

"কমস যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের এবং তাকিদ করে সবরের।" [সূরা আসর:১-৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[µ ¶ ، وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧ Z لقمان: ١٧

"হে বৎস!, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।" [সূরা লোকমান:১৭]

৩. নবী [ﷺ]কে সবচেয়ে মসিবতগ্রস্ত মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন:

« الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنْ النَّاسِ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ». رواه أحمد.

"(সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত হলেন) নবীগণ, এরপর সৎব্যক্তিগণ। অত:পর মানুষের মাঝে যারা যত শ্রেষ্ঠতর তারা ততো বেশি বিপদগ্রস্ত। দ্বীন হিসেবে মানুষ মসিবতগ্রস্ত হয়। যদি তার দ্বীন মজবুত হয় তাহলে তার মসিবত বাড়িয়ে দেয়া হয়। আর যদি তার দ্বীন হালকা হয় তাহলে তার মসিবত সহজ করা হয়।"

[আহমাদ, আল-ঈমান–ইবনে তাইমিয়া:১/৬২ আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

(ঙ) দয়াপরবশঃ

দা'য়ীকে অবশ্যই দয়াবান হতে হবে। যে মানুষের প্রতি দয়া করে না তার প্রতি আল্লাহও দয়া করেন না। দয়াবানদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। জমিনবাসীর প্রতি দয়া করলে আসমানবাসী আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর উম্মতের প্রতি বড় দয়াপরবশ ছিলেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

[| } ~ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ

عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ © رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ Z التوبة: ١٢٨

"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।"

[সূরা তওবাহ: ১২৮]

দা'য়ী দয়াবান হলে অজ্ঞ-মূর্খদের পক্ষ থেকে যে সব দুর্ব্যবহার পেয়ে থাকে তা সহজভাবে হজম করতে পারবেন। কারণ, কঠোর ব্যবহার হলে মানুষ দূরে সরে যাবে।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী সম্পর্কে এরশাদ করেন:

9 7 6 5 4 3 2 1 0 . - , + *) [

I H G E D C B A ? > = < ; :

١٥٩ آل عمران: Z K J

"অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, আপনি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত এবং আপনি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতেন, তবে নিশ্চয়ই তারা আপনার সংসর্গ হতে দূরে সরে যেত। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। [সূরা আল-ইমরানঃ ১৫৯]

(চ) বিনয়ী ও নম্র-ভদ্রতাঃ

একজন দা'য়ীকে সর্বদা বিনয়ী ও ভদ্র হওয়া জরুরি। স্মরণ রাখতে হবে যে, অহংকার অজ্ঞতা ও মূর্খতা। অহংকার একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না। দাম্ভিক সত্যগ্রহণ করে না এবং নিজেকে বড় মনে করে ও মানুষকে ঘৃণা করে। যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন। অজ্ঞরা জ্ঞান অথবা সম্পদ কিংবা পদমর্যাদা বা বংশ মর্যাদা ও শক্তির বড়াই করে থাকে। এ ছাড়া নিজের মতামতকে সবার উপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকে; যার ফলে সত্য গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হয়।

দা'য়ী মানুষকে সত্য ও ইসলামের উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করেন আর তিনি নিজেই যদি নম্রতা ও বিনয়ী- এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ থেকে বঞ্চিত থাকেন তবে কিভাবে কাজ চলাবেন? রসূলুল্লাহ [ﷺ] উসামা ইবনে জায়েদ [ﷺ]কে এক বিশাল বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন যার সৈন্যদের মধ্যে অনেক বড় বড় সাহাবা কেরামও উপস্থিত ছিলেন। সাহাবাগণ কোন অহংকার না করে তাকে আমীর হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। স্মরণ রাখতে হবে যে, অহংকারের অনেক ক্ষতি রয়েছে এবং বিনয়ের বহু উপকার রয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী [ﷺ]কে লক্ষ্য করে বলেনঃ

الشعراء: ٢١٥ Z Y X W V U T S [

"এবং যারা আপনার অনুসরণ করে সেই সব মুমিদের প্রতি বিনয়ী হন।" [সূরা শু'আরা: ২১৫]

(ছ) মেলামেশা ও একাকীত্ব:

দা'য়ী অধিকাংশ সময় মাদ'উর সংমিশ্রণে থাকবেন এবং প্রয়োজনে নি:সঙ্গতা ও একাকীত্ব গ্রহণ করতে পারেন।

তৃতীয় রোকন
মাদ'উ (দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি)

2 মাদ'উ কে:

দা'য়ীর এ কথা জানা আবশ্যকীয় যে, ইসলামের দা'ওয়াত সকল মানুষ ও জিনের জন্য। দা'য়াত কিয়ামত পর্যন্ত সকল স্থান ও সময়ের জন্য। দা'ওয়াত কোন জাতি বা গ্রুপ কিংবা কোন দল অথবা কোন বিশেষ সময় স্থানের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং মাদ'উ হলো: প্রতিটি মানুষ যাকে কল্যাণের দিকে আহব্বান করা কিংবা অনিষ্ট থেকে সতর্ক করা হয়। রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর রেসালাতের দা'ওয়াত সবার জন্য। এমনকি জিন জাতির জন্যও।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[r s t u v w x y µ Z الأعراف: ١٥٨

"বলুন! হে মানুষ সমাজ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল।" [সূরা আ'রাফ: ১৫৮]

@ দা'য়ী বাড়ীতে বসে অপেক্ষা করবেন না যে, মাদ'উ তার নিকটে আসবে বরং দা'য়ীকে মাদ'উর নিকটে যেতে হবে। যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] সবার নিকটে যেতেন এবং দা'ওয়াত করতেন।

@ দা'য়ী যেন কোন মাদ'উকে ছোট করে না দেখেন; কারণ প্রত্যেকের হক রয়েছে দা'য়ীর উপর। আর মাদ'উর উচিত দা'য়ীর আহ্বানে সাড়া দেওয়া। একজন দা'য়ীর উচিত মাদ'উর প্রকারসমূহ জেনে নেওয়া।

@ মাদ'উ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যেমন:

@ মূলত মাদ'উকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমনঃ (এক) মুমিন। (দুই) কাফের। কাফের আবার দুই প্রকার। (ক) যারা প্রকাশ্যে তাদের কুফুরি ঘোষণা করে। এদেরকে কাফের বলা হয়। (খ) যারা কুফুরকে অন্তরে রেখে ইসলাম প্রকাশ করে। এদেরকেই বলা হয় মুনাফেক। এ ছাড়া বিস্ত ারিতভাবে প্রকার নিম্নরূপঃ

১. নাস্তিক।
২. মূর্তি পূজক মুশরেক।
৩. কাফের।
৪. ইহুদি।
৫. খ্রীষ্টান।
৬. মুনাফেক।
৭. মুমিন।
৮. মুসলিম।
৯. পাপী মুসলিম।
১০. ফের্কাবন্দী বাতিল আকীদা অবলম্বী মসুলিম।
১১. বিবিধ

এদের আবার বিবেক-বুদ্ধি, শিক্ষা-দিক্ষা, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, কৃষ্টি-কালচার, তাহযীব-তামাদ্দুন এবং পোশাক-পরিচ্ছেদ ও সংস্কৃতির দিক থেকে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। কেউ নারী আর কেউ পুরুষ, কেউ শিক্ষিত কেউ অশিক্ষিত। আবার কেউ সাধারণ আর কেউ নেতাজী। কেউ গরিব আবার কেউ ধনী, কেউ সুস্থ আর কেউ অসুস্থ। এ ছাড়া কেউ আরব আর কেউ অনারব ইত্যাদি।

u মাদ'উর পর্যায়সমূহঃ

১. সর্বপ্রথম মাদ'উ দা'য়ী নিজেই। দা'য়ী নিজেকে সর্বপ্রথম দা'ওয়াত করবেন যাতে করে অন্যদের জন্য উত্তম নমুনা ও মডেল হতে পারেন।

২. অতঃপর মাদ'উ হলো দা'য়ীর নিজ বাড়ি ও পরিবার। নিজের পরিবারকে দা'ওয়াত করবেন যাতে করে অন্যান্যদের জন্য একটি মুসলিম পরিবারের নমুনা-মডেল হতে পারে।

৩. এরপর নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দা'ওয়াত করবেন।

৪. এরপর অন্য সকল মুসলিম। দা'য়ী মুসলিম সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং সেখানে সর্বপ্রকার কল্যাণের প্রচার-প্রসার করবেন। আর সেখান থেকে সর্বপ্রকার অশ্লীল ও বেহায়াপনা এবং অন্যায় হেকমতের সাথে দূর করার চেষ্টা করবেন। এ ছাড়া মানুষকে উত্তম চরিত্রের প্রতি আহবান করবেন।

৫. এরপর অমুসলিদেরকে দা'ওয়াত করবেন।

চতুর্থ রোকন

দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম

দা'ওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি ও মাধ্যম জানা একজন দা'য়ীর জন্য অত্যন্ত জরুরি; কারণ এর উপর নির্ভর করবে দা'ওয়াতের ভাল-মন্দ ফলাফল।

2 দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যমসমূহের উৎপত্তিসমূহ:

১. আল-কুরআনুল কারীম।
২. সুন্নাতে রাসূল [ﷺ]।
৩. সালাফে সালেহীন তথা সাহাবা কেরামের সীরাত।
৪. ফকীহগণের ইস্তেমবাত তথা সিদ্ধান্তসমূহ।
৫. সাফল্য অর্জনকারী দা'য়ীদের বাস্তব অভিজ্ঞতাসমূহ।

কিছু পদ্ধতি ও মাধ্যমের সংক্ষেপ আলোচনা:

2 প্রথমত: দা'ওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতিসমূহ:

দা'ওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি হলো:
ঐ জ্ঞান যার দ্বারা দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা হয় এবং তার প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়।

ফলপ্রসূ দা'ওয়াত ও তাবলীগের জন্য কিছু উত্তম পদ্ধতি

১. মাদ'উর রোগনির্ণয় এবং তার ঔষধ জানা:

একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাজ হলো আগে রোগ নির্ণয় করা এরপর চিকিৎসা দেয়া। মানুষের রূহ তথা আত্মা ও কলবের রোগের চিকিৎসা করা শারীরিক রোগের চেয়ে অনেক গুণে কঠিন ও জটিল। মানুষের অন্তরের রোগ কখনো কুফুরি বা শিরক

আবার কখনো সাধারণ পাপ। তাই ভাল করে রোগ জেনে এরপরে উপযুক্ত ঔষধের প্রেসক্রিপশন দিতে হবে।

২. মাদ'উর সংশয়সমূহ দূরকরণঃ

সংশয় বলতে দা'য়ীর সত্যতা ও তাঁর দা'ওয়াতের হকিকত সম্পর্কে মাদ'উর মধ্যের সন্দেহ; যার ফলে সত্যকে উপলদ্ধি করতে ও তা গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিংবা দেরী হয়ে থাকে।

৩. মাদ'উকে উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শন করাঃ

কুরআন-সুন্নাহর মহা ঔষধ ব্যবহার ও সত্য গ্রহণে উৎসাহ ও তা পরিহারের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করা। এ ছাড়া মাদ'উকে আশার বাণী শুনানো এবং নিরাশ না করা।

৪. তা'লীম ও তরবিয়তের ব্যবস্থাগ্রহণঃ

মাদ'উদর মধ্যে যারা দা'ওয়াত গ্রহণ করবে তাদেরকে নিয়মিত শিক্ষা ও দীক্ষা দেওয়া। তাদেরকে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনদের সীরাতকে সঠিকভাবে বুঝানো ও তার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ানো।

৫. সকল পদ্ধতিগুলোতেঃ

হেকমত, সুন্দর ওয়াজ-নসীহত ও উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক থাকা জরুরি। আর প্রয়োজন মোতাবেক বিরোধীদের সাথে উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে।

2 আসল অমুসলিমদের জন্য কিছু পদ্ধতিঃ

যারা অমুসলিম তাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাদের নিকট সঠিকভাবে ইসলাম পৌঁছেছে। আর কিছু আছে যাদের কাছে বিকৃত ইসলাম পৌঁছেছে। আবার কিছু আছে যাদের নিকট মোটেই

ইসলাম পৌঁছেনি। আসল অমুসলিম হচ্ছে ইহুদি, খ্রীষ্টান, মূর্তি ও অগ্নি পূজক ইত্যাদি। এদের সবার জন্য যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ যোগ্য তার মধ্যে:

১. সঠিক ইসলামকে তাদের নিকট এমন সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাতে হবে যাতে করে তাদের কোন ওজর না থাকে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z e X W V U T S Q P O N M L K J [
المائدة: ٦٧

"হে রসূল, তাবলীগ করুন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যতি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই তাবলীগ করলেন না।" [সূরা মায়েদা:৬৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

النور: ٥٤ Z ; : 9 8 7 6 5 [

"রসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।" [সূরা নূর:৫৪]

Ø সুস্পষ্ট বর্ণনা যার পরে কোন ওজর চলবে না তার জন্য শর্ত হলো:

(ক) যখন তারা তাদের ভাষায় বুঝে নিবে অথবা আরাবি ভাষায় বুঝতে সক্ষম হবে।

إبراهيم: ٤ Z { n m l k j i h g f [

"আমি সকল রসূলগণকে তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে পারে।"

[সূরা ইবরাহীম:৪]

(খ) কাফেরদের সকল সংশয়কে বাতিল প্রমাণ করা এবং তা দূর করা।

২. আসল কাফেরদের সাথে তাওহীদ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা আরম্ভ করা যাবে না। এরপর গুরুত্বের ভিত্তিতে বিষয় নির্ধারণ করতে হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 [

D E F G H I Z الأعراف: ٥٩

"নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি। সে বলল: হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।" [সূরা আ'রাফ:৫৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ´ µ ¶ ¸ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ﴿٦٥﴾ Z الأعراف: ٦٥

"আদ জাতির কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হূদকে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই।" [সূরা আ'রাফ: ৬৫, সূরা হূদ:৫০]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ © ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ ´ ¦

﴿٧٣﴾ Z الأعراف: ٧٣

"সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল: হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই।" [সূরা আ'রাফ:৭৩]
৪. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

N M L K J I H G E D C B [

O k Z الأعراف: ٨٥

"আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল: হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই।"
[সূরা আ'রাফ: ৮৫]

নবী [ﷺ] মু'য়ায ইবনে জাবাল[ﷺ]কে ইয়েমেনে দা'য়ী হিসাবে যখন প্রেরণ করেন, তখন তাকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দা'ওয়াত করার জন্যই নির্দেশ করেছিলেন। [বুখারী ও মুসলিম]

৩. কাফেরদেরকে দা'ওয়াত নরম, হেকমত, সুন্দর ওয়াজ ও উত্তম নিয়মে বিতর্কের মাধ্যমে করা।

Z ﴿٤٤﴾ يَخۡشَىٰ ~ } | { z y x w v u t s r [
طه: ٤٣ – ٤٤

"তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অত:পর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।" [সূরা ত্বহা:৪৩-৪৪]

[v w x y z { | ~ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ

Z النحل: ١٢٥

"আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।" [সূরা নাহ্‌ল: ১২৫]

[" # $ % & ' ( ) * + , - . < Z

العنكبوت: ٤٦

"তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয় যারা তাদের মধ্যে জালেম।"
[সূরা আনকাবূত:৪৬]

৪. দ্বীনের ব্যাপারে তাদের কুধারণা ও অপবাদের প্রতিবাদ করা ও চুপ না থাকা।

[" # $ % & ' ( ) * + , - . < Z

العنكبوت: ٤٦

"তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয় যারা তাদের মধ্যে জালেম।"
[সূরা আনকাবূত:৪৬]

[u v w x y z { Z الشورى: ٣٩

"যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।" [সূরা শূরা:৩৯]

৫. কাফেরকে মুসলিম হওয়ার পর ভাই হিসাবে গ্রহণ করা, চাই কুফুরি অবস্থায় সে যাই করে থাকুক না কেন।

r | p o n m l k j i h [

التوبة: ١١ Z v u t s

“অবশ্য তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে আর জাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বিনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি।” [সূরা তাওবাহ:১১]

2 **মুরতাদদের দা'ওয়াতের কিছু নীতিমালা:**

Ø মুরতাদ বলা হয়: যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে ইসলামে প্রবেশ করার পর ইসলাম ত্যাগ করে। অথা আসল মুসলিম দ্বীন ত্যাগ করে।

Ø মুরতাদ প্রামাণ করার দায়িত্ব ইসলামি আদালতের বিচারক সাহেবের কোন ব্যক্তির নয়।

Ø মুরতাদ তখন প্রমাণিত হবে যখন সে ইসলাম সম্পর্কে জানার পর ত্যাগ করবে।

Ø মুরতাদ ব্যক্তির সুস্পষ্ট ঘোষণা কিংবা এমন কাজ বা কথার দ্বারা হবে, যা ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

Ø কাফের ও কুফরি কথার মাঝে পার্থক্য করা ওয়াজিব।

2 **মুনাফেকদের দা'ওয়াতের কিছু নীতিমালা:**

© বড় মুনাফেক হলো: যে অন্তরে কুফুরিকে গোপন রেখে বাহিরে ইসলাম প্রকাশ করে।

© সুস্পষ্ট কোন দলিল-প্রমাণ ছাড়া কাউকে বড় মুনাফেকের হুকুম দেওয়া যাবে না।

© মুনাফেককে ইসলামের দিকে দা'ওয়াত করতে হবে। তাকে ওয়াজ-নসিহত ও আল্লাহর স্মরণ করাতে হবে।

© মুনাফেকের প্রতি ইসলামের বিধান জারি করতে হবে। আর শরিয়তের বিপরীত করলে তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

l k j i h g f e d c b a [

النساء: ٦٣ Z q p o n m

"এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ অবগত। অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর।" [সূরা নিসা:৬৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

*) (' & % $ # " ! [

التوبة: ٧٣ Z . - ,

"হে নবী কফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।" [সূরা তাওবাহ:৭৩]

2 মুমিন-মুসলিমদের মাঝে দা'ওয়াতের কিছু পদ্ধতি:

১. তা'লীম ও তরবিয়ত তথা শিক্ষা ও দীক্ষা:

মুমিন-মুসলিমদেরকে তা'লীম (শিক্ষা) তরবিয়ত (প্রতিপালন) ও তাজকিয়া (পবিত্র ও বিশুদ্ধকরণ) নবী-রসূলগণের কাজ।

তরবিয়ত হচ্ছে মানুষকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিপালন করা ও প্রস্তুত করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

الجمعة: ٢ Z C B A @ ? > = < ; :

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" [সূরা জুমু'আহ:২]

২. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْـــرَةِ فَـــأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِـــهِ وَيُنَـــصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِه». متفق عليه.

"আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"প্রতিটি শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করে ইসলামের উপরে। অত:পর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি বানাই, খ্রীষ্টান বানাই অথবা অগ্নি পূজক বানাই।" [বুখারী ও মুসলিম]

2 তা'লীম-তরবিয়তের কিছু নীতিমালা:

(ক) একজন সৎ ও পরিপূর্ণ উত্তম আদর্শ মানুষের ধারণা থাকা:

কুরআন একজন মুমিন-মুসলিমের চিত্র তুলে ধরেছে। যেমন:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ﴿٢١﴾ Z الأحزاب: ٢١

“যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।” [সূরা আহজাব:২১]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

. - , + *) (' & % $ # " ! [

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

G F E D C B A @ ? > = < ; :

S R Q P O N M L K J I H

_ ^] \ [Z Y X W V U T

المؤمنون: ١ - ١١ Z d c b a `

“মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়–নম্র; যারা অনর্থক কথা-বর্তায় নির্লিপ্ত, যারা জাকাত দান করে থাকে এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অত:পর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালজ্ঘনকারী হবে। আর যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে। আর যারা তাদের সালাতসমূহের হেফাজত করে, তারাই উত্তরাধিকারী লাভ করবে,

তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।" [সূরা মু'মিনূন:১-১১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي بِخُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ] وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍZ القلم: ٤

৩. সা'দ ইবনে হেশাম ইবনে 'আমের বলেন, আমি আয়েশা [রা:]-এর নিকট এসে বললাম: হে উম্মুল মু'মিনীন আমাকে রসুলুল্লাহ [ﷺ]-এর চরিত্র সম্পর্কে খবর দেন। উত্তরে তিনি বলেন: তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন (অর্থাৎ–কুরআনের বাস্তব চিত্র) তুমি আল্লাহর বাণী: "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা কালাম:৪] পড়নি। [আহমাদ, হাদীসটি সহীহ–সহীহুল জামে'–আলবানী: হা: নং ৪৮১১]

অনুরূপভাবে একজন খারাপ পাপিষ্ঠ মানুষেরও চিত্র তুলে ধরেছে। যেমন:

[P Q R S T U V Z الأنعام: ٥٥

"আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি–যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।" [সূরা আন'আম: ৫৫]

(খ) সদা-সর্বদা তা'লীম (শিক্ষা) তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) দেওয়া:

একজন দা'য়ীর জন্য তা'লীম-তরবিয়তের কাজ সর্বদা চালিয়ে যেতে হবে। মায়ের কোল থেকে শুরু করে কবর পর্যন্ত মুমিন-মুসলিমের কাজ ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা চালিয়ে যাওয়া।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

[0 1 2 3 4 Z طه: ١١٤

"আর বলুন, হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" [সূরা ত্বহা:১১৪]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُــولُ:« إِذَا صَــلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًــا طَيِّبًــا وَعَمَــلاً مُتَقَبَّلاً». رواه ابن ماجه.

উম্মে সালামা [রা:] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] ফজরের সালাত আদায় করে এ দোয়াটি পড়তেন:"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রুজি ও গ্রহণযোগ্য আমল কামনা করছি।" [ইবনে মাজাহ, হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে'–আলবানী: হা: নং ৩৬৩৫]

(গ) জ্ঞানার্জন ও আমল একই সাথে শিক্ষা দেওয়া:

আমল ছাড়া জ্ঞানার্জন ফলবিহীন গাছের মত। সাহাবাগণ জ্ঞানার্জন ও আমল একই সাথে করতেন। দশটি করে আয়াতের অর্থ জেনে তার আমল করার পর আবার দশটি আয়াত শিখতেন। [আহমাদ]

(ঙ) ছোট বয়সে হেফজ শক্তিকে মুখস্ত করার কাজে লাগানো:

(চ) বাতিলের পূর্বে হক শিখানো এবং সংশয় আসার আগেই তার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তার উত্তর জানানো:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / [

K J I H G E D C B A @ ? >

الأنعام: ١٤٨ Z W V U T S R Q P O M L

"মুশরেকরা বলবে, যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনভিাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমনকি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন: তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদেরকে দেখাতে পার? তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল।" [সূরা আন'আম:১৪৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

0 / . , + *) (' & % $ # " [

البقرة: ١٤٢ Z 9 8 7 6 5 4 3 1

"নির্বোধরা বলবে, কিসে মুসলিমদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুন: পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান।"
[সূরা বাকারা:১৪২]

(ছ) উত্তম আদর্শ দ্বারা তরবিয়ত করা:

মানুষ কথা ও ওয়াজ-নসিহতের চেয়ে আদর্শ দ্বারাই বেশি আকৃষ্ট হয়। মহানবী [ﷺ] তাঁর সাহাবাগণকে উত্তম আদর্শ ও নমুনার দ্বারা অন্তরে প্রভাব ফলেছিলেন এবং তরবিয়ত করেছিলেন। সুতরাং একজন দা'য়ী তার উত্তম চরিত্র ও আদর্শ

দ্বারা যতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারেন ততটুকু কথা ও ওয়াজ-নসিহত দ্বারা করতে সক্ষম নন।

(জ) শিক্ষার সাথে সাথে বাস্তবায়ন:

শুধুমাত্র শিক্ষা দিলে হবে না বরং সাথে সাথে বাস্তবের প্রশিক্ষণ ও অভ্যস্ত করাতে হবে এবং চরিত্রের মাঝে ফুটে উঠে এমন হতে হবে। নবী [ﷺ] বলেন:

« إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ ». صحيح الجامع.

"শিক্ষা জ্ঞানার্জনের দ্বারা এবং শহনশীলতা ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়।" [সাহীহুল জামে'–আলবানী, হা: নং ২৩২৮]

(ঝ) শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দেওয়া:

ছোট ছোট বিষয়গুলোর পরে বড় বড় বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া। ছোটকাল হতেই শিক্ষা আরম্ভ করা। সহজ ও সরল বিষয়গুলো কঠিন বিষয়ের আগে শিখানো।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z [Z Y X W V U T S R Q [

آل عمران: ٧٩

"বরং তারা বলবে, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।" [সূরা আল-ইমরান:৭৯]

ইবনে আব্বাস [রাঃ] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: তারা ঐ মুরব্বি যারা মানুষকে বড় জ্ঞান শিখানোর পূর্বে ছোট ছোট জ্ঞান শিক্ষা দান করেন।

(ঞ) সবসময় মান নিরূপণ ও জরিপ করা:

যত বড় বয়সের হোক না কেন উপযুক্তভাবে নিরূপণ করতে হবে। আবু যার গেফরী [ﷺ] একজন মানুষের মা নিয়ে ভর্ৎসনা করলে নবী [ﷺ] তাকে বলেন:

« إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ». قال قُلْتُ: عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِه مِنْ كِبَرِ السِّنِّ؟ قَالَ: « نَعَمْ ».متفق عليه.

"নিশ্চয় তুমি এমন একজন মানুষ যার মাঝে এখনো জাহেলিয়াত রয়ে গেছে।" আবু যার বলেন, আমি বললাম: এ বুড় বয়সে এ সময়ে? তিনি [ﷺ] বললেন:"হ্যাঁ" [বুখারী ও মুসলিম]

নবী [ﷺ] মু'য়ায [رضي الله عنه]কে বলেন:

« يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ !». متفق عليه.

"তুমি ফেতনাকারী হে মু'য়ায!।" [বুখারী ও মুসলিম]

উমার [رضي الله عنه] আবু বকর [رضي الله عنه]-এর সাথে ঝগড়া করলে নবী [ﷺ] তাকে বলেন:

« أَمَا أَنْتُمْ بِتَارِكِيَّ لِي صَاحِبِي ». رواه البخاري.

"তোমরা আমার সাথীকেও ছাড়বে না!?" [বুখারী]

(ট) মানুষকে তাদের প্রয়োজনীয় ও উপকারী জ্ঞান শিখানো।

(ঠ) মানুষের বুঝের ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষা দেয়া।

(ড) সুস্পষ্ট বাতিল ও সংশয়ের পিছনে সময় নষ্ট না করা।

২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ:

ইহা বেশীর ভাগ কথার মাধ্যমে হয়ে থাকে। অমুসলিমদের মাঝে দা'ওয়াত অথবা পাপীদেরকে পাপ হতে বিরত করার জন্য

এ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। যে সকল জিনিস আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন ও খুশি হন এবং তার নির্দেশ করেছেন তাই মা'রূফ তথা সৎকর্ম। আর যা আল্লাহ তা'য়ালা অপছন্দ ও ঘৃণা করেন এবং নিষেধ করেছেন তাই মুন্‌কার তথা অসৎকর্ম।

- **সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কিছু নিয়ম-নীতি:**

১. যে বিষয়ের আদেশ-নিষেধ করবেন সে ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকা জরুরি। কারণ ডাক্তার রোগীর রোগ নির্ণয় না করে যদি চিকিৎসা আরম্ভ করেন তাহলে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি।

২. নিয়তে এখলাস এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব।

৩. আদেশ-নিষেধের কাজে নম্রতা ও ভদ্রতা অবলম্বন করা। [সূরা ত্বহা: ২৪ দ্রষ্টব্য]

নবী [ﷺ] বলেন:

« إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ». رواه مسلم.

"নিশ্চয় নম্রতাপূর্ণ প্রতিটি জিনিস শোভিত এবং নম্রতাশূন্য প্রতিটি জিনিস অশোভিত।" [মুসলিম]

নবী [ﷺ] আরো বলেন:

« إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ». رواه مسلم.

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা দয়াবান, তিনি দয়া করাকে পছন্দ করেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা কোমল আচরণে যা দান করেন তা কঠোরতা ও অন্যান্যতে দান করেন না।" [মুসলিম]

S শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ

দয়া ও কোমল আচরণই হচ্ছে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের পথ। আর এ জন্যই বলা হয়েছেঃ তোমার সৎকাজের নির্দেশ যেন সৎভাবে হয় এবং অসৎকাজের নিষেধ যেন অসৎ না হয়। [ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়াঃ ৬/৩৩৭]

S ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেনঃ

তিনটি গুণ যার মধ্যে নেই সে যেন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কাজ না করে। (এক) নির্দেশ ও নিষেধের সময় কোমল হওয়া। (দুই) যার নির্দেশ ও নিষেধ করবে সে ব্যাপারে ইনসাফ করা। (তিন) যার নির্দেশ ও নিষেধ করবে সে ব্যাপারে জ্ঞান থাকা। [রিসালাতুল আমরি বিলমা'রূফ ওয়ান নাহয়ি 'আনিল মুনকার-ইবনে তাইমিয়্যাঃ ৭, ১৯]

৪. শরিয়তের কল্যাণ ও বিপর্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা ওয়াজিব। ক্ষতির আশঙ্কা বেশি বা দু'টি সমান সমান হলে বিরত থাকা জরুরি। যদি উপকার বেশি হয়, তবেই বাস্তবায়ন করা। আর যদি এজতেহাদের ক্ষমতা থাকে তবে এজতেহাদ করে কাজ করা।

৫. প্রতিবাদের তিনটি স্তরকে হেকমত হিসাবে গ্রহণ করা।

« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». رواه مسلم.

"তোমাদের যে কেউ যে কোন অন্যায় কাজ দেখবে সে যেন তা হাত দ্বারা পরিবর্তন করে। যদি তা না পারে তবে যেন তার জবান দ্বারা নিষেধ করে। যদি তাও না পারে তবে যেন তার অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে। আর ইহাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" [মুসলিম]

৬. মাদ'উর মধ্যে যদি লাভ-ক্ষতি উভয়টি এক সঙ্গে পাওয়া যায়, তবে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

৭. যদি মাদ'উর মধ্যে উভয়টি এক সঙ্গে পাওয়া যায়, তবে ভেবে দেখবেন যে, কোন একটি করা প্রয়োজন না উভয়টি? যে মোতাবেক সামনে চলা প্রয়োজন ঠিক সেভাবে চলবেন। আর যদি উভয়টির মধ্যে কোনটি দ্বারা শুরু করবেন সন্দেহে পড়ে যান, তবে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখবেন।

৮. সাধ্যপর এ কাজ আদায় করা। আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু করার জন্য নির্দেশ করেননি।

2 দ্বিতীয়তঃ দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমসমূহ:

দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যম বলা হয়: ঐ সকল বিষয় বা বৈধ জিনিস যার দ্বারা দা'য়ী তার দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে সহযোগিতা গ্রহণ করেন। যে সকল মাধ্যম ব্যবহারের নির্দেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [ﷺ] করেছেন বা মুসলিমগণ যার দ্বারা সাফল্য অর্জন করেছেন সেগুলো বৈধ অসিলা। তবে হারামের কারণ পাওয়া গেলেই হারাম বিবেচিত হবে। দা'ওয়াতের মাধ্যম ব্যবহারের শরিয়তের কোন সীমা রেখা নেই। নিষেধ না থাকলেই ব্যবহার বৈধ। আর যে সকল মাধ্যম আল্লাহ হারাম করেছেন তার ব্যবহার হারাম। যেমনঃ মানুষকে উৎসাহ বা ভয় প্রদর্শনের জন্য

মিথ্যা কেস্সা-কাহিনী ও গাল গল্প ও জাল হাদীস বর্ণনা ইত্যাদি যা শরিয়তে সম্পূর্ণ নিষেধ।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমসমূহ প্রধানত দু'প্রকার যথা:

(ক) বাহ্যিক মাধ্যম।

(খ) আভ্যন্তরীণ মাধ্যম।

বাহ্যিক মাধ্যম

বাহ্যিক মাধ্যম ঐ সকল মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা সরাসরি দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা হয় না বরং যার দ্বারা দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে সহযোগিতা নেওয়া হয়।

¿ ইহা তিনভাবে হতে পারে যথা:

(১) সতর্কতা অবলম্বন করা।

(২) অন্যের সহযোগিতা গ্রহণ করা।

(৩) নিয়ম-নীতিমালার অনুসরণ করা।

সতর্কতা অবলম্বন করা প্রশংসনীয় কাজ। আল্লাহ তা'য়ালা যুদ্ধক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে নির্দেশ করেছেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] হিজরত ও অন্যান্য সময় সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

2 সতর্কতার প্রয়োজন:

- নি:সন্দেহে প্রতিটি দা'য়ীর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব। বিশেষ করে কুফুরি সমাজে; কেননা এর দ্বারা যে উপকার পাওয়া যায় তা অবর্ণনীয়। ইহা ব্যতীত নিজেকে ধ্বংসে পতিত করা ছাড়া আর কি হতে পারে?

- সতর্কতা ও আল্লাহর প্রতি ভরসা একই সাথে হতে হবে। শুধুমাত্র সতর্ক থাকলে বা ভরসা করে বসে থাকলেই চলবে না।

2 সতর্কতার প্রকার:

(১) পাপ থেকে সতর্ক থাকা।
(২) স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার বেড়াজাল হতে সতর্ক থাকা।
(৩) নফ্স তথা প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সতর্ক থাকা।
(৪) মুনাফেক ও কাফেরদের হতে সতর্কতা অবলম্বন করা।

2 সতর্কতার মাধ্যম ও পদ্ধতি:

(১) দুশমনদের হতে সতর্ক থাকার নিমিত্তে বিষেশ ব্যক্তিদের মধ্যে দা'ওয়াতের কাজ শুরু করা।
(২) গোপনীয়তা অবলম্বন করা। যেমন: হিজরতের সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ] ও আবু বকর [رضي الله عنه] গারে সাওরে আত্মগোপন করে ছিলেন।
(৩) প্রয়োজনে জাতি হতে দূরে একাকী গোপনে অবস্থান করা যেমন: কাহাফ বাসীর ঘটনা। [সূরা কাহাফ: ৯-২৬]
(৪) নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া। যেমন: সাহাবায়ে কেরাম [رضي الله عنهم] আবিসিনিয়ায় হিজরত করে ছিলেন।
(৫) মুসলিমের ইসলাম প্রকাশ না করা। যেমন: ফেরাউনের জাতির এক মুসলিম ব্যক্তি তাঁর ইসলাম গোপন করে রেখেছিলেন।
(৬) একত্রে না হয়ে বিচিছন্নভাবে থাকা। যেমন: ইয়াকূব [عليه السلام] তাঁর ছেলেদের আদেশ করেছিলেন। [সূরা ইউসুফ: ৬৭]
(৭) প্রয়োজনে দা'য়ীর মহান উদ্দেশ্যকে গোপন রাখা।

2 অন্যের সহযোগিতা গ্রহণঃ

দা'য়ী তার দা'ওয়াত যে কোন বৈধ উপায়ে মানুষের নিকট পৌঁছাবার জন্য বড়ই আগ্রহী হবেন। তাই যে কোন বৈধ মাধ্যম গ্রহণ করবেন। এর মধ্য হতে অন্যের সহযোগিতা নেওয়া বড়ই উপকারী। মূসা [ﷺ] তার ভাই হারূন [ﷺ]-এর সহযোগিতা চেয়ে আল্লাহর নিকট দু'য়া করেছিলেন। [সূরা ত্বহা: ২৯-৩৫]

দা'য়ীর নিজেকে হেফাজতের জন্য মুসলিমদের দ্বারা সহযোগিতা নেওয়া জায়েয। রসূলুল্লাহ [ﷺ] মিনার বড় আকাবার বায়েতে ইয়াছরেবের (মদীনার) নও মুসলিমদের নিকট সহযোগিতা চেয়েছিলেন। প্রয়োজনে দা'য়ী শর্ত করে বিধর্মীদের সহযোগিতাও নিতে পারেন।

(১) যেমন রসুলুল্লাহ [ﷺ] দা'ওয়াতের কাজে আবু তালেবের সহযোগিতা নিয়েছিলেন।

(২) সহযোগিতার জন্য নবী [ﷺ] তায়েফে গিয়েছিলেন।

(৩) রসূলুল্লাহ [ﷺ] তয়েফ হতে ফিরে এসে মুত্ব'এম ইবনে আদীর নিকট নিরাপত্তা নিয়েছিলেন।

(৪) মুসলিমগণ হাবাশা (আবিসিনিয়া) হতে ফিরে এসে মুশরেকদের নিকট হতে নিরাপত্তা গ্রহণ করেছিলেন।

(৫) আবু বকর [ﷺ] ইবনু দাগেনার দ্বারা নিরাপত্তা গ্রহণ করেছিলেন।

2 অমুসলিমদের সহযোগিতা নেয়ার শর্ত হলোঃ

(১) ইসলামের ভাবার্থে যেন না হয়।

(২) ইসলামের কোন প্রকার ছাড় যেন না হয়। যেমন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: যদি তোমরা এক হাতে সূর্য আর অন্য হাতে চন্দ্র এনে

দাও তবুও আমি আমার কাজ হতে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকব না। অনুরূপ আবু বকর [ﷺ] ইবনু দাগেনাকে বলেছিলেন।

2 কিছু ব্যাপারে অমুসলিমের সহযোগিতা:

দা'য়ীর জন্য দা'ওয়াতের কাজে প্রয়োজনে অমুসলিমের সহযোগিতা নেওয়া বৈধ। যেমন:

(১) হিজরতের সময় আবু বকর মুশরিক আব্দুল্লাহ ইবনে ফুহাইরার পথ প্রদর্শক হিসাবে সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন ।

(২) মিনার বায়েতে কুবরায় রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালেবকে (তখন তিনি কাফের ছিলেন) সাথে নিয়েছিলেন।

2 নিয়ম-কানুন:

নিয়ম-শৃঙখলা যে কোন কাজের জন্য অতি প্রয়োজন, ইহা ব্যতীত কোন কাজ সঠিভাবে আনজাম দেওয়া সম্ভব নয়। জামাতে সালাত আদায়, হজ্ব, সিয়াম ও জাকাত ইত্যাদিতে আমাদের নিয়মতান্ত্রিকতার শিক্ষা দেয়।

সময় মানুষের জীবন। অতএব, দা'য়ী তাঁর সময়কে বিন্যাস করে প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা সময় ভাগ করবে। নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, এবাদতের জন্য, দা'ওয়াত ইত্যাদির জন্য।

মনে রাখতে হবে আজ ও কাল যেন সমান সমান না হয়। রবং আজ থেকে আগামী কাল যেন কিছুটা হলেও ভাল হয় এবং কোন ক্রমেই যেন একটি মুহূর্ত অপচয় না হয়। সময় দুনিয়ার কাজে অথবা আখেরাতের কাজে ব্যয় হতে হবে এ ছাড়া তৃতীয়

কোন অবস্থা নেই। মানুষ মরণশীল তাই চেষ্টা করতে হবে যেন প্রতিটি মিনিট ভাল কাজে লাগে।

দা'ওয়াতের কাজ কখনো একাকী আবার কখনো জামাতবদ্ধভাবে হতে পারে। আবার দা'ওয়াত ব্যক্তির জন্যে হতে পারে কিংবা জামাতের জন্যে। অনেক সময় একক ব্যক্তির জন্য যা করা সম্ভব নয় তা জামাতবদ্ধভাবে করা সম্ভব। কথায় বলে: দশের লাঠি একের বোঝা। দা'ওয়াত যখন জামাতবদ্ধভাবে হবে তখন বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলা অতি জরুরি যথা:

১. পরামর্শের ভিত্তিতে একজন আমীর নির্বাচন করা।
২. আমীরের কথা মত চলা যাতে করে সুষ্ঠভাবে কাজ পরিচালিত হয়।
৩. আল্লাহর নাফরমানি করে কারো কথা মান্য করা চলবে না; তাতে সে যেই হোক না কেন।
৪. আমীর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
৫. আমীরকে সবার সঙ্গে নরম ও ভদ্রসুলভ ব্যবহার করতে হবে।
৬. আমীরকে যার মাঝে যে যোগ্যতা আছে তা নির্ণয় ও মূল্যায়ন করতে হবে।
৭. আমানতদারী এবং যোগ্যতা ও শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

2 এককভাবে দা'ওয়াতের গুরুত্ব:

অনেক সময় একক ব্যক্তির জন্য যা করা সম্ভব তা জামাতের জন্য করা সম্ভব নয়। তাই কাউকে এককভাবে দা'ওয়াতের গুরুত্ব সর্বদা বেশি; কারণ অনেক সময় একাকী দা'ওয়াতে যতটুকু প্রভাব পড়ে ততটুকু জামাতবদ্ধভাবে পড়ে না। তাই নবী [ﷺ] মক্কায়

এককভাবে দা'ওয়াতের যে প্রভাব ব্যক্তিদের উপরে পড়েছিল তার বাস্তব চিত্র ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণ অক্ষরে লেখা রয়েছে।

এককভাবে দা'ওয়াতে পূর্ণ ব্যক্তির তরবিয়ত করা সম্ভব। কিন্তু অধিক মানুষের জন্য তা সম্ভব না। কারণ একজনের ভুল-ভ্রান্তি যেভাবে দূর করা সম্ভব তা কোন এক গোষ্ঠীর জন্য সম্ভব না। এ ছাড়া এককভাবে বাস্তব আমলের শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া এবং সর্বপ্রকার সংশয় দূর করা সহজ। যারা জামাতবদ্ধ দা'ওয়াত থেকে ভেগে যায় বা ভাগানো হয় তাদের কাছে এককভাবে দা'ওয়াত পৌঁছানো সম্ভব। আর একক ব্যক্তিকে দা'ওয়াত করতে বেশি জ্ঞানের ও বিশেষ দা'য়ীর প্রয়োজন হয় না। এ ছাড়া যে কোন স্থানে ও অবস্থাতে এককভাবে দা'ওয়াত করা যায়।

2 যেসব অবস্থায় এককভাবে দা'ওয়াত ফলপ্রসূ:

১. সামাজিক মর্যাদাবান মাদ'উর জন্য:

শরিয়তের জ্ঞান না থাকার কারণে অনেক সময় সামাজিক মর্যাদাবান ব্যক্তিরা সবার সাথে বসে কিছু শুনতে রাজি হয় না। তাই তাদেরকে এককভাবে দা'ওয়াত ফলদায়ক হয়।

২. অসৎসঙ্গী-সাথী ব্যক্তির জন্য:

যেসব ব্যক্তির সঙ্গী-সাথী অসৎ তাদেরকে এককভাবে দা'ওয়াত ছাড়া তার মাঝে প্রভাব ফেলা সম্ভব নয়। তাই একাকী কোন ভাল স্থানে বা অবস্থায় নিয়ে দা'ওয়াত করলে আশানুরূপ কাজ হতে পরে।

৩. মাদ'উর মানসিক অবস্থার জন্য:

কোন সময় মাদ'উর মানসিক অবস্থা এমন হয় যে, সে মনে করে ভাল লোকদের সাথে মেশা সম্ভব নয়; কারণ তাঁদের ও

আমার মাঝে অনেক দূরত্ব। অথবা শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তাই এমনটা ভাবে। এ অবস্থায় একাকী দা'ওয়াত বড়ই ফলপ্রদ।

৪. **মাদ'উর বিশেষ ক্রটির চিকিৎসার জন্যঃ**
দা'ওয়াত যখন মাদ'উর বিশেষ কোন ক্রটি চিকিৎসা করা উদ্দেশ্য হয়, তখন তার সাথে একাকী বসে পর্যালোচনা করে বুঝিয়ে দূর করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া সবার সামনে বা সাথে এ ধরণের উদ্দেশ্য হাসিল করা যায় না।

2 এককভাবে দা'ওয়াতের স্তরসমূহঃ

১. সর্বপ্রথম দা'য়ী মাদ'উর সাথে সম্পর্ক গড়বেন; যাতে করে সে অনুভব করে যে দা'য়ী তার গুরুত্ব দিচ্ছেন। মাঝে মধ্যে তার খবরা-খবর নিবেন। দেখতে না পেলে তার ব্যাপারে প্রশ্ন এবং অসুস্থ হলে সাক্ষাত করবেন। আর এসব দা'ওয়াতের পথ সুগম করার জন্য। এরপর যখন মনের দিক থেকে নিকট হয়ে যাবে এবং আত্মার মহব্বত সৃষ্টি হবে। মাদ'উ যখন দা'ওয়াত কবুলের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন দেরী না করে সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে ভুল করবে না। মনে রাখতে হবে যে, দা'য়ী এ প্রথম স্তরে মাদ'উর সাথে যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন ততটুকু দা'ওয়াতের প্রভাব বিস্তার ও কবুলের আশা করতে পারবেন। এ স্তরে যে কোন তাড়াহুরা মাদ'উর মাঝে ঘৃণা ও অবজ্ঞা সৃষ্টি হতে পারে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

২. দা'য়ী মাদ'উর ঈমান মজবুত করার জন্য কাজ করবেন। অধিকাংশ সময় ঈমান থাকে কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে দুর্বল ও সবলের ব্যাপারটা লক্ষণীয়। দা'য়ী যখন এ বিষয়টির চিকিৎসা করতে চাইবেন তখন সরাসরি ঈমান ব্যাপারে প্রবেশ করবেন

না। বরং বিভিন্ন ঘটনাবলীর সুযোগ গ্রহণ করে তার সাথে কুরআন-হাদীসের দলিলগুলো সংযুক্ত করার চেষ্টা করবেন। যেমন: কারো নবজাত সন্তান জন্মগ্রহণের সুযোগে তার সাথে আদম [ﷺ]-এর সৃষ্টি নিয়ে কথা বলা। এরপর আল্লাহ তা'য়ালা আদম ও হাওয়া থেকে কিভাবে মানুষ সৃষ্টি করেন। মায়ের রেহেমকে কিভাবে আল্লাহ তা'য়ালা ভ্রূণের জন্য উপযুক্ত স্থান বানালেন এবং কিভাবে সেখানে তার জন্য দীর্ঘ ৯ মাস খাদ্য সরবারহ করেন। এরপর কিভাবে মায়ের দুধ পান---------। এসবের দ্বারা মাদ'উর ঈমান বাড়তে শুরু করবে এবং কিছু বললে গ্রহণ করতে পারে বলে ধারণা হলে দা'য়ী তৃতীয় স্তরে চলে যাবেন।

৩. এ স্তরে দা'য়ী সর্বপ্রথম মাদ'উর আকীদার প্রতি দৃষ্টি দেবেন। যদি আকীদা সঠিক থাকে তবে তার এবাদত, চালচলন ও বাহ্যিকরূপ পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ দান করবেন। যদি তার এবাদতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকে বা ফরজ সালাত মসজিদে জামাতে আদায় করে না তবে সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেবেন। অনরূপভাবে ফরজ এবাদতগুলো এবং ওযু ও সালাতের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষাবেন। এ ছাড়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ করবেন। এ সময় মাদ'উকে আকীদা, ঈমান এবং উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনের বিষয়ে কিছু উপকারী বই-ক্যাসেট ও সিডি হাদিয়া বা ধারে দিয়ে পড়ার জন্য পরামর্শ দেবেন। এ ছাড়া তার আশে পাশের সৎযুবকদেরকে তার সাথে উঠা-বসার জন্য নির্দেশ করবেন যাতে করে অসৎযুবকরা সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে। আর

এর দ্বারা আল্লাহ চাহে সে মাদ'উর দৃঢ়তার প্রতি অব্যাহত থাকা আশা করা যাবে।

৪. এ স্তরে দা'য়ী মাদ'উকে দ্বীন একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা সে ব্যাপারে অবহিত করাবেন। ছোট-বড় সব বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে তা জানা ও বুঝার জন্য প্রচেষ্টা করার প্রতি উৎসাহিত করবেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সামনের দিকে পরিচালিত করতে থাকবেন।

আভ্যন্তরীণ মাধ্যম

ঐ সকল মাধ্যম যার দ্বারা সরাসরি দা'ওয়াত করা হয়

2 ইহা তিনভাবে হতে পারে যথা:

(১) বাণীর মাধ্যমে।

(২) কাজের মাধ্যমে।

(৩) উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে।

2 বাণীর মাধ্যমে কয়েকভাবে হতে পারে যথা:

(ক) খুৎবা।

(খ) ক্লাস।

(গ) ভাষণ ও ওয়াজ-নসীহত। ইহা অডিও-ভিডিও ক্যাসেট-সিডি করেও হতে পারে।

(ঘ) প্রশ্নোত্তর ও তর্ক-বিতর্ক।

(ঙ) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।

(চ) সভা-সেমিনার।

(ছ) লিখিত আকারে যথা: বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, লীফলেট, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি দ্বারা।

(জ) শরিতের ফতোয়া ও মাসায়েল ইত্যাদি দ্বারা।

আভ্যন্তরীণ মাধ্যমগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

প্রথম প্রকার: বাণীর মাধ্যমে দা'ওয়াত ও তাবলীগ:

দা'ওয়াতের কাজ বেশীর ভাগ কথার মাধ্যমে হয়ে থাকে। অতএব, দা'য়ীকে বাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে হবে। মানুষের অন্তরে একটি ভাল কথার কি যে প্রভাব হতে পারে তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। বাণীই হচ্ছে মানুষের নিকট হক্ব-সত্য পৌঁছানোর আসল মাধ্যম।

2 বাণীর জন্য কিছু নিয়ম-নীতি:

১. বাণী মাদ'উর জন্য সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হওয়া জরুরি।
২. বেদাতী শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা। আর কুরআন-হাদীসে ও আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাতের ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করা ওয়াজিব। যে সকল শব্দে হক্ব ও বাতিল উভয়টির আশঙ্কা রয়েছে তার ব্যবহার পরিত্যাগ করা জরুরি।
৩. ধীরে ধীরে কথা বলা এবং তাড়াহুড়া না করা, যাতে করে মাদ'উ স্পষ্ট বুঝতে পারে। রসূলুল্লাহ [ﷺ] একটি কথাকে তিনবার করে বলতেন যেন শ্রোতা সহজে বুঝতে পারে। [বুখারী]
৪. দা'য়ী যেন মাদ'উর উপরে বড়ত্ব বিস্তার এবং তাকে ছোট করে দেখা কিংবা নিজের গুরুত্ব প্রকাশ না করেন। বরং তার জন্য ভদ্রভাবে বিনয়ের সাথে কল্যাণকামী হিসাবে কথা বলবেন। এ দ্বারা মাদ'উ উপলব্ধি করতে পারবে যে, দা'য়ী একমাত্র তারই হেদায়েত ও উপকার কামনা করছেন।
৫. কথার মধ্যে ভালবাসা ও নম্রতার প্রকাশ করবেন। মাদ'উকে অতি আপন করে কথা বলবেন।

৬. সর্বদা মাদ'উর হিম্মতকে জাগানোর চেষ্টা করবেন। তার মধ্যে কোন কিছু ভাল থাকলে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তা উল্লেখ করে প্রশংসা করবেন।

2 বাণীর প্রকারসমূহ:

Ø খুৎবা:

প্রচারের জন্য খুৎবা এক উত্তম মাধ্যম। খুৎবা মাদ'উর সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন বিষয়ে হওয়া জরুরি। খুৎবার জন্য কতগুলি জিনিসের উপর দা'য়ীকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন:

১. কুরআনের আয়াত ও হাদীসে নববী উল্লেখ করবে এবং নবী-রসূলগণ ও সাহাবা কেরামের বাস্তব আমলের চিত্র তুলে ধরবেন। কেননা, ইহা বুঝা ও আমলের জন্য বড় উপকারী।

২. কুরআন হাদীসের ঘটনা উল্লেখ এবং উদাহরণ পেশ করবেন; কারণ ইহা রসূলুল্লাহ [ﷺ] করতেন।

৩. খুৎবা যেন লম্বা না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। খুৎবা ছোট এবং সালাত লম্বা করা চালাক ও বুদ্ধিমান খতীবের পরিচয় যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৪. ভাষা যেন প্রাঞ্জল ও সহজ হয়; কেননা, সকল শ্রোতা এক মানের নয়। ভাষায় যেন আগের সাথে পরের মিল থাকে। শুরুতে শ্রোতাদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য প্রবাহমান কোন ঘটনা দিয়ে খুৎবা আরম্ভ করা উপকারী।

৫. মাদ'উর কোন্ রোগটি চিকিৎসা করা বেশি প্রয়োজন তার প্রতি লক্ষ্য রেখে দা'য়ী দা'ওয়াতের ডোজ-ঔষধ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। উৎসাহিত করার প্রয়োজন হলে উৎসাহিত করবেন এবং ভয় প্রদর্শনের প্রয়োজন হলে ভয় প্রদর্শন করবেন।

৬. যে সমস্ত আয়াত বা হাদীস ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝতে ভুল করতে পারে, সে সকল আয়াত বা হাদীস ব্যাখ্যা ছাড়া উল্লেখ করা চলবে না। বরং প্রয়োজন মোতাবেক ব্যাখ্যা করবেন যাতে করে মাদ'উ সঠিক তথ্য বুঝতে পারে।
৭. তাড়াতাড়ি ও অপ্রয়োজনে শব্দ উঁচু করবেন না। উত্তম হলো কাগজে না লিখে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে মুখস্ত খুৎবা প্রদান করা।

Ø বক্তৃতাঃ

কোন একটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বক্তৃতা করার প্রয়োজন হয়। এখতেলাফ তথা মতানৈক্য আছে এমন কোন বিষয়ে আলোচনা করা চলবে না। অনুরূপভাবে সূক্ষ্ম বিষয়েও আলোচনা করা যাবে না। বর্তমানে সেটালাই চ্যানালে বা ওয়ান লাইনে বক্তৃতা দেয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে ইউটাবে ডাউনলোড করে ব্যপকহারে প্রচার করা যেতে পারে। এছাড়া অডিও এবং ভিডিও সিডি করেও প্রচার করা সম্ভব।

Ø পর্যালোচনা ও বির্তকঃ

ইহা দু'জন অথবা আরো বেশি লোকের মধ্যে হয়ে থাকে। কখনো মাদ'উ সহজভাবে গ্রহণ করতে না চাইলে বির্তকের মাধ্যমে তার সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে যে, দা'য়ী যেন কখনো উঁচু শব্দে কথা না বলেন। নম্রতা, ভদ্রতা ও বিনয়ী এবং আদবের সাথে বিতর্ক করবেন। কোন ক্রমেই শক্ত কথা বা কঠোরতা অবলম্বন করা চলবে না। মাদ'উ কখনো দা'য়ীকে কোন খারাপভাবে দোষারোপ করতে পারে। যেমনঃ বোকা, পাগল ও কবি ইত্যাদি। সব চেষ্টা তদবীর বিফলে গেলে আল্লাহর উপর ফয়সালা ছেড়ে দিবেন এবং

মাদ'উর হেদায়েতের জন্য বেশি বেশি করে আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন।

Ø লিখিত আকারে:

ইহা চিঠি-পত্র আকারে বা বই আকরে কিংবা প্রবন্ধ আকারে আবার অনুবাদ করেও হতে পারে। এর দ্বারা বহু মানুষকে উপকৃত করা যেতে পারে। সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা উচিত; কেননা, মানুষ বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন স্তরের রয়েছে।

2 দ্বিতীয় প্রকার: কাজের মাধ্যমে দা'ওয়াত ও তাবলীগ:

এখানে কাজের মাধ্যমে মন্দ কাজ দূর করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর কখনো কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভাল কাজ করা যেতে পারে। যেমন: মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ। যার দ্বারা আল্লাহর শরীয়ত কায়েম করা সহজ হয়। ইহা নিরব দা'ওয়াতের ভূমিকা পালন করে। এর মূল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাণী:

« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ». رواه مسلم.

"তোমাদের যে কেউ যে কোন মুনকার (অসৎকর্ম) দেখবে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে।" [মুসলিম]

এখানে উপরে উল্লেখিত যে সকল নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। সাথে সাথে ইহাও প্রয়োজন যে, অন্যায় প্রতিহত করার মত শক্তি থাকতে হবে এবং সর্বদা লাভ ও ক্ষতির পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

মন্দ কাজকে ঘৃণা করা অপরিহার্য এ ব্যাপারে কোন প্রকার ছাড় নেই; কারণ মু'মিন বান্দা আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন তাই পছন্দ করবে আর যা ঘৃণা করেন তাই ঘৃণা করবে। কেউ যদি অন্তর দিয়েও ঘৃণা না করে তবে জানতে হবে সে বেঈমান।

প্রয়োজনে যে কোন জায়েজ জিনিস দ্বারা সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। এ জন্যই ইসলামে অন্তর নরম করার ব্যাপারে জাকাতের একটি খাত রেখেছে। কোন প্রকার উপহার দিয়েও মুনকার (অসৎকর্ম) থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।

2 তৃতীয় প্রকারঃ উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দা'ওয়াত ও তাবলীগঃ

মানুষকে ইসলামের দিকে দা'ওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ উত্তম মাধ্যমে হলো দা'য়ীর সুন্দর ব্যবহার, তাঁর প্রশংসনীয় কাজ, উঁচু মানের গুণাবলী ও পূত-পবিত্র চরিত্র যা অন্যের জন্য উত্তম আদর্শরূপে কাজ করবে। ইহা যেন এক খোলা বই যা প্রতিটি মানুষ পড়তে পারে। স্মরণ রাখতে হবে যে, কথার চেয়ে কাজের ও চরিত্রের মাধ্যমে মানুষ অধিক প্রভাবিত হয়ে থাকে।

ইসলাম উত্তম চরিত্র ও সুমহান আদর্শের মাধ্যমে সারা বিশ্বে পৌঁছেছে। দা'য়ীর মধুর ব্যবহার মানুষকে ইসলামের প্রতি প্রবল আগ্রহী করে তোলে। রসূলুল্লাহ [ﷺ] অহি নাজিল হওয়ার পর খাদীজা (রা:)কে বলেন:"আমার জীবনের উপর ভয় হয়।" খাদীজা (রা:) নবী [ﷺ]-এর উত্তম চরিত্র ও আদর্শের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ না, এমন চরিত্রবান মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা কখনো ধ্বংস করতে পারেন না।

একজন গ্রাম্য মানুষ এসে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞেসা করল আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে

আব্দুল্লাহ। আবার ঐ লোকটি বলল, আচ্ছা আপনি কি সেই ব্যক্তি যাকে মিথ্যুক বলা হয়? রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন, হ্যাঁ আমার ব্যাপারে কিছু মানুষ এমন ধারণা করে থাকে। তখন ঐ লোকটি বলল, এ চেহারাটি কখনো মিথ্যাবাদীর চেহরা নয়। এরপর লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে।

উত্তম আদর্শের মূল দু'টি জিনিস: প্রথমটি উত্তম চরিত্র আর দ্বিতীয়টি কথার সঙ্গে কাজের মিল। অতএব, একজন দা'য়ীকে আদর্শবান হওয়ার জন্য তাঁর চরিত্র উত্তম করার জন্য সর্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে এবং কথার সাথে কাজের মিল রাখার জন্য সব সময় মনোযোগী হতে হবে।

2 দা'ওয়াতের কিছু উত্তম মাধ্যম:

১. কুরআনের শিক্ষা ও প্রচার।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেন: "আমার পূর্বে প্রতিটি নবীকে মু'জিজা দান করা হয়েছিল যার প্রতি মানুষ ঈমান এনেছিল। আর আল্লাহ আমাকে এমন অহী (কুরআন) দান করেছেন যার অনুসারীদের সংখ্যা রোজ কিয়ামতে সবচেয়ে বেশি হবে বলে আমি আশাবাদী।" [বুখারী ও মুসলিম]

/ . - , + *) (& % $ # " ! [

Z > = < ; : 9 7 6 5 4 3 2 1 0

الشورى: ٥٢

"এমনিভাবে আমি আপনার কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যাদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথপ্রদর্শন করেন।" [সূরা শূরা:৫২]

২. উম্মতের মাঝে নবী [ﷺ]-এর মর্যাদাকে উঁচু করে তুলে ধরা এবং হাদীসের কিতাবগুলোর প্রচার-প্রসার করা। প্রতিটি বাড়িতে হাদীসের গ্রন্থগুলোর কপি অবশ্যই থাকতে হবে। বিশেষ করে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফ।

৩. মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানকে আল্লাহর দা'য়ী হওয়া।

] \ [Z Y X W V U T [

الحج: ٤١ Z f e d c a ` _ ^

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি–সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।" [সূরা হাজ্ব: ৪১]

উসমান ইবনে আফ্‌ফান [রাদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন:

« إِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لاَ يَزَعُ بِالْقُرْآنِ ».

নিশ্চয় আল্লাহ তা‘য়ালা বাদশাহর দ্বারা এমন কিছু কায়েম করেন যা কুরআন দ্বারা করেন না। [বাদায়িউসসুলুক ফী ত্বাবাইল মুলুক:১/৬]

৪. দা‘ওয়াত ইলাল্লাহ করার জন্য উম্মতের সকলকে শক্তিশালী করা।

১ আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

r p o n m l k j i h g f [

آل عمران: ١٠٤ Z u t s

“আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।” [সূরা আল-ইমরান: ১০৪]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

آل عمران: ١١٠ Z G 9 8

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।” [সূরা আল-ইমরান: ১১০]

৩. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

“একটি আয়াত হলেও তা আমার থেকে প্রচার কর।” [বুখারী]

৪. নবী [ﷺ]-এর আরো বাণী:

« نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه.

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করবেন যে আমার বাণী শুনে এবং তা প্রচার করে। কিছু ফিকাহ বহণকারী ফকীহ নয়। আর কিছু ফিকাহ বহণকারী এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয় যে তার চেয়ে অধিক ফকীহ–বুঝমান।" [সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ্ :১/৪৫ সহীহুল জামে'–আলবানী হা: নং ৬৭৬৪]

৫. তরবিয়তকারী আলেমগণ।

৬. মসজিদের কর্মতৎপরতাকে পূনর্জীবিত করা।

৭. জাকাত ও সাধারণ দান-খয়রাত জমা করে জনকল্যাণ মূলক কাজগুলোর গুরুত্বারোপ দেওয়া।

৮. রমজান মাস দা'ওয়াত ও হেদায়েতের মাস।

৯. হজ্ব দা'ওয়াতের এক উপযুক্ত সময়।

১০. সঠিক আকিদার দাওয়াতের জামাতসমূহ।

১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

১২. সর্বপ্রকার উপকারী আধুনিক মিডিয়া তথা প্রচার মাধ্যমসমূহ।

১৩. ব্যক্তিগত সম্পর্ক এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

উপসংহার

এর মাধ্যমেই একমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পায় কিতাবটি সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত হল।

فَالْحَمْدُ، الَّذي بنعْمَته تَتمُّ الصَّالحَاتُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ، أَهْلُ الثَّنَـــاء وَالْمَجْد، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَـــا لَكَ عَبْدٌ، لاَ مَانعَ لمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطيَ لمَا مَنَـــعْتَ، وَلاَ يَنْـــفَعُ ذَا الْجَدِّ منْكَ الْجَدُّ.

সুতরাং, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার অনুগ্রহে সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে। তাঁরই জন্য সকল গুণগান ও শুকরিয়া, তিনি প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী। বান্দা যা বলে তিনি তার বেশি হকদার।

হে আল্লাহ! আমরা সবাই আপনার বান্দা। যাকে আপনি প্রদান করেন তাকে বাঁধা দানকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যাকে আপনি বঞ্চিত করেন তাকে প্রদানকারী কেউ নেই। কোন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে তার মর্যাদা কোনই উপকার করবে না।

[{ ~ فِي ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖ ﴿٢٠٠﴾ Z البقرة: ٢٠٠

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করুন।" [সূরা বাকারা:২০০]

[u v w x y z { | } ~ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Z الفرقان: ٧٤

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী-সন্তান দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বা শাসক বানান।" [ফুরকান:৭৪]

] رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿٨﴾ Z
آل عمران: ٨

"হে পরওয়ারদেগার! হেদায়েত দানের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র করে দিবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য রহমত প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রদানকারী।" [সূরা আল-ইমরান:৮]

Z - , + *) (' & % $ # " [
الأعراف: ٢٣

"হে আমাদের লালনকারী! আমরা আমাদের আত্মার উপর জুলুম করেছি। যদি আপনি ক্ষমা ও দয়া না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।" [সূরা আ'রাফ:২৩]

] ¶ ¸ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ à Z البقرة: ٢٨٦

"হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না যেমন বোঝা চাপিয়ে ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর।

হে আমাদের প্রতিপালনকারী! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাবেন না যা বহন করার সাধ্য আমাদের নেই।

(হে আমাদের রব!) আমাদেরকে মার্জনা করুন, ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন। কেননা, আপনিই একমাত্র আমাদের মাওলা- অভিভাবক। সুতরাং, কাফের জাতির উপর আমাদেরকে বিজয় দান করুন।” [সূরা বাকারা:২৮৬]

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ.

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহ্, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিক, আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাা আনত্, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক্।”

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ.

“সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।”

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে তোমার নবীর উত্তম চরিত্র ও মহান আদর্শ দান করুন এবং অন্যকে বলার আগে নিজে আমল করার তওফিক দান করুন। আমীন!

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত